NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

২ বিদেশ সফরে কড়া নিয়ম, সরকারি কর্মীদের জন্য নয়া নির্দেশিকা

কালীপুজোর আগে শব্দদূষণ রোধে পথে পরিবেশ কর্মীরা ২

কলকাতা ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ২৬ আশ্বিন ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ১২১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.10.2025, Vol.19, Issue No. 121, 8 Pages, Price 3.00

দুর্গাপুর-কাণ্ডে পুলিশের জালে চার ● ড্রোন উড়িয়ে তল্লাশি ● ঘটনাস্থল পরিদর্শনে ফরেনসিক দল

আর পশ্চিমবঙ্গে নয়, মেয়েকে নিয়ে ভুবনেশ্বর যেতে চান নির্যাতিতার বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুরে দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের জালে মোট চার জন। ধৃতদের মধ্যে অপু বাউড়ি, শেখ ফিরদৌস ও শেখ রিয়াজউদ্দিনকে এদিন দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। আর এক অভিযুক্ত শেখ নাসিরউদ্দিন ওরফে সম্রাটকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তবে মূল অভিযুক্ত সফিকুল শেখ এখনও পলাতক। এদের প্রত্যেকের বাড়ি বিজড়া বাউড়িপাড়া এবং ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়। ধৃতদের কাছে নির্যাতিতার মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে বলে সূত্রের খবর। নির্যাতিতার এক সহপাঠীকেও আটক করা হয়েছে বলে খবর। ঘটনায় তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে দুর্গাপুরের পারদহি এলাকায় এদিন ড্রোন উড়িয়ে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। অন্য দিকে, রবিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের একটি দল। দলটি ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন জায়গার ছবি তোলে ও নমুনা সংগ্রহ করে।

এদিনের গ্রেপ্তারির পরও নির্যাতিতার পরিবারের ক্ষোভ কমেনি। নির্যাতিতা তরুণীর বাবা অভিযোগ করেছেন, গ্রেপ্তারির খবর পর্যন্ত তাঁকে জানানো হয়নি, প্রশাসনের তরফে কেউ যোগাযোগও করেনি। তাঁর কথায়, 'আমি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছি। মেয়ে এখন কিছুটা সুস্থ হচ্ছে, কিন্তু যে ভাবে ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে, তার উপযুক্ত শাস্তি চাই। যদি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, আরও অনেক মেয়েকে একই কষ্ট পেতে হবে।' নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'কীভাবে এই রাজ্যের সরকারের উপর ভরসা রাখব? এখনও পর্যন্ত কেউ যোগাযোগ করেনি। শুধু কয়েকজন বিজেপি সদস্য খোঁজ নিয়েছেন।' রবিবার সকালে এক কংগ্রেস নেতা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এলে সামান্য বাকবিতণ্ডা হয়। ওই সময় নির্যাতিতার বাবা স্পষ্ট জানান, 'আমি রাজনীতি করতে চাই না, আমি শুধু ন্যায়বিচার চাই। গতকাল পর্যন্ত কে কোথায় ছিলেন?'

এমন অবস্থায় নির্যাতিতার বাবার দাবি, মেয়েকে আর পশ্চিমবঙ্গে রাখতে চান না। তিনি ইতিমধ্যে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন, যেন মেয়েকে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তর করার অনুমতি দেওয়া হয়। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি শনিবার রাতেই নির্যাতিতার বাবাকে ফোন করেন। মাঝি আশ্বাস দেন, 'এই কঠিন সময়ে রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে।' তিনি আবেদন করেন, মেয়েটি দ্রুত সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরুক। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনার মেয়ের ঘটনা শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে। যে বাবার মেয়ে এমন অমানবিক ঘটনার শিকার, তাঁর মানসিক অবস্থার কথা আমি গভীরভাবে অনুভব করি।' মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের তদন্ত সম্পর্কেও খোঁজ নেন এবং সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। এর আগে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এক্সে একটি পোস্টে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। জানা গিয়েছে, এই নির্যাতনের ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে ওড়িশা সরকার। প্রশাসন থেকে জানানো হয়, তদন্তে নজর রাখবেন পুলিশ আধিকারিকরা। মেয়েটির বাবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি, পাশে থাকার জন্য।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন নৃশংস ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলে দিয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর বিরোধী দলগুলো প্রশাসনের সমালোচনা শুরু করে। বিজেপি নেতারা তৃণমূলের সমালোচনায় সরব হন। যদিও পালটা জবাব দেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, 'ওড়িশার মতো রাজ্যেও নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। দুর্গাপুরের ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। বিজেপির উচিত, রাজনীতি না করে তদন্তে সাহায্য করা।'

মেয়েদের রাতে বের হওয়া নিয়ে মমতার মন্তব্যে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তাল রাজনীতি। নিন্দার ঝড়ের মধ্যেই রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করলেন, 'বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে, রাতের বেলায় বাইরে বেরোতে দেওয়া উচিত নয়।' তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক।

উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যাওয়ার আগে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। দুর্গাপুরের ঘটনাকে 'গুরুতর' বলে স্বীকার করলেও, মমতা বলেন, 'ওই মেয়েটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ত। রাত ১২টা ৩০ মিনিটে বেরোল কী করে? আমি যত দূর জানি, জঙ্গলের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত চলছে। কেউ রেহাই পাবে না। কিন্তু বেসরকারি কলেজগুলিকে আরও সতর্ক হতে হবে। মেয়েদের নিজেদেরও সাবধান থাকতে হবে, বিশেষ করে রাতে।'

ওই মেয়েটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ত। রাত ১২টা ৩০ মিনিটে বেরোল কী করে? আমি যত দূর জানি, জঙ্গলের মধ্যে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত চলছে। কেউ রেহাই পাবে না। কিন্তু বেসরকারি কলেজগুলিকে আরও সতর্ক হতে হবে। মেয়েদের নিজেদেরও সাবধান থাকতে হবে, বিশেষ করে রাতে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘটনায় মর্মাহত মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'বাংলায় কোনও অপরাধকেই হালকা ভাবে নেওয়া হয় না। তিন জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, মেয়েটির বয়ানের ভিত্তিতে। দোষী যেই হোক, কড়া শাস্তি হবে।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য রাজ্যের ধর্ষণের ঘটনাগুলির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কত ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটছে। সেখানে মেয়েদের জ্বালিয়ে মারা হয়, সাংবাদিকদের নগ্ন করে জেলে পুরে রাখে। বাংলায় আমরা জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলি।'

তবে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে বিরোধী শিবির। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কার্যত স্বীকার করলেন, বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। তিনি নিজেই বলছেন, সন্ধের পর মেয়েরা বাইরে বেরোবেন না, এটাই বাংলার বর্তমান বাস্তবতা। এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতার চূড়ান্ত নিদর্শন। মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী হিসেবে তাঁর পদে থাকার নৈতিক অধিকার আর নেই।' বিজেপি নেতা আরও বলেন, 'যে রাজ্যে টিউশন শেষে মেয়েরা নিরাপদে ফিরতে পারে না, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বাইরে না বেরোতে। এটা আত্মসমর্পণ, প্রশাসনের অপদার্থতা ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা। বাংলার মানুষ এখন ভয়মুক্ত পরিবেশ চায়, তৃণমূলমুক্ত রাজ্য চায়।'

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকিবহাল মহলে প্রশ্ন উঠেছে, 'মেয়েদের রাতের স্বাধীনতা কি নিরাপত্তার অজুহাতে খর্ব করা যায়?' বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে ফের আলোচনায় উঠে এসেছে রাজ্যের নারী-নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের দায়বদ্ধতা।

'মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষকদের সুরক্ষা দিচ্ছেন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার দুর্গাপুর গণধর্ষণ-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'তা হলে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিন, সূর্যাস্তের পর দোকানপাট, অফিস আর আদালত সব বন্ধ থাকবে, যেন লকডাউন চলছে। মহিলারা রাস্তায় বের হবেন না, ঘরেই থাকবেন।' শুভেন্দুর তোপ, 'কামদুনি থেকে অভয়া হয়ে আজকের দুর্গাপুর- সব ক্ষেত্রেই নারীর নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই যখন বলছেন রাতে মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন উনি পুলিশমন্ত্রী আছেন কেন?'

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, 'এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে ধর্ষণকারীদের সুরক্ষা দিচ্ছেন। বোলপুর থানার আইসির মাকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়ার পর অনুব্রত মণ্ডলের নিরাপত্তা আরও বেড়েছে। কামদুনি ধর্ষণ-কাণ্ডে ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত আসামিদের রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী ১৫ জন সরকারি কৌঁসুলি বদলে দিয়েছেন।' বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, 'ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, অসম ও আন্ধ্রপ্রদেশে ধর্ষকদের সঙ্গে কী করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী আগে সেটা জেনে নিন। সেখানে ধর্ষকদের ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে 'জমা' করে দেওয়া হয়, আর খরচটাও হয়ে যায়।' রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে উদাসীনতারও অভিযোগ এনেছেন শুভেন্দু। এদিন তিনি উল্লেখ করেন, এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে সংযোজন ও উদাসীনতা সমাজে ন্যায়বিচারের অবহেলা নির্দেশ করে। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জে ১৩ বছর বয়সী এক নাবালিকাকে ডালিম মহম্মদ নামে এক ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। সেই ধর্ষণের ঘটনায় কড়া আইনগত পদক্ষেপ না-নেওয়ার অভিযোগে বিজেপি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে রাজগঞ্জে বিধায়ক দীপক বর্মন ও বিধায়ক ডঃ শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়কদের একটি প্রতিনিধি দল ক্ষতিগ্রস্ত নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। তারা পরিবারকে মানসিক সহায়তা প্রদান করেছেন এবং ভবিষ্যতের শিক্ষাগত ব্যয়ভার বহন করার অঙ্গীকার করেছেন। শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেছেন, 'দোষীর উপযুক্ত শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত বিজেপি পরিবার সবরকম আইনি সহায়তা প্রদান করবে। রাজ্য সরকারের উদাসীনতা এবং অপরাধীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সমাজে ন্যায়বিচারের ধারাবাহিক ক্ষতি করছে।' তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রতি সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'যখন সাধারণ মানুষ এবং নির্যাতিতার পরিবার ন্যায়ের জন্য হাহাকার করছে, তখন সরকারের এমন উদাসীনতা দুঃখজনক।' তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের কথায় এদের 'লাথি খাওয়া' নিয়ে আপত্তি করা উচিত নয়।'**

ফের উত্তরবঙ্গে মমতা, হাসিমারায় প্রশাসনিক বৈঠকে ত্রাণ পর্যালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে সমতল- সর্বত্রই বন্যা ও ভূমিধসের দাপটে বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা। নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, বহু গ্রাম জলমগ্ন। সেই বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখতে ও প্রশাসনিক পর্যালোচনার লক্ষ্যে রবিবার ফের উত্তরবঙ্গে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে তিনি যান আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায়।

এদিন দুপুর আড়াইটে থেকে হাসিমারায় প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। কালচিনির নীলপাড়া ফরেস্ট কমিউনিটি হলে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলার জেলাশাসক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বন্যা,পরবর্তী পরিস্থিতি, ত্রাণ বিতরণ, ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও সেতুর মেরামত, গৃহহীনদের পুনর্বাসন; এই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি। প্রশাসনিক মহল সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে পুনর্গঠন কর্মসূচির গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপুজোর দিনও মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন। পাহাড়ি অঞ্চল ও ডুয়ার্সের বন্যাকবলিত এলাকা ঘুরে দেখে তিনি প্রশাসনকে দ্রুত পুনর্গঠনের নির্দেশ দেন। দুর্গতদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারের সফরের উদ্দেশ্য সেই নির্দেশগুলির বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

এদিকে, রাজ্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজ চালাচ্ছে। প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে চলছে খাদ্য, ওষুধ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা। গৃহহীনদের জন্য খোলা হয়েছে অস্থায়ী শিবির, চালু হয়েছে রান্নাঘর ও চিকিৎসা কেন্দ্র। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মূল্যায়নে ব্যবহার হচ্ছে জিওট্যাগ প্রযুক্তি, যাতে আর্থিক সহায়তা স্বচ্ছভাবে দেওয়া যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত পুনর্গঠনে পূর্ত দপ্তর ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একযোগে কাজ করছে। কালিম্পং জেলার টোডে, টাংটা অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলিকে ইতিমধ্যেই মূল সড়কযোগে সংযুক্ত করা হয়েছে। তিস্তাবাজার থেকে দার্জিলিং সংযোগকারী রাজ্য সড়ক১২ পুনর্গঠনও দ্রুত এগোচ্ছে।

কৃষি দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নতুন করে শস্য বিমা প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি 'সুফল বাংলা'র চলতি ৪৬টি মোবাইল ভ্যান দুর্গত এলাকায় সবজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করছে। প্রাণিসম্পদ দপ্তরও পশুখাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সহায়তা দিচ্ছে দুর্গত এলাকাগুলিতে। রাজ্যের এক শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক জানান, 'মানুষের জীবন, জীবিকা ও পুনর্গঠন- এই তিন ক্ষেত্রেই এখন সরকারের সর্বাধিক অগ্রাধিকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজে মাঠে নেমে পর্যালোচনা করছেন, ফলে প্রশাসনিক স্তরে কাজের গতি বেড়েছে।' সূত্রের খবর, রবিবারের বৈঠকের পর রাতে মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারেই থাকবেন। সোমবার সকালে তাঁর মিরিক সফরের সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে বন্যার সময় দুর্যোগ মোকাবিলা করে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রবিবার ৮ জনকে সংবর্ধনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিপুরদুয়ারের সুহাসিনী চা বাগানে ত্রাণ বিলি করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছ'বছর পর আজ সুপ্রিমে রাজীব-মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ছ'বছর পর রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের মামলা ফের সুপ্রিম কোর্টে উঠছে। ২০১৯ সালে কলকাতা হাইকোর্ট আগাম জামিন দিয়েছিল রাজীব কুমারকে। কিন্তু সিবিআই সেই রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে আবেদন করে। সোমবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। সুপ্রিম কোর্টে সূত্রে খবর, শুনানির তালিকায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে এক নম্বরে রয়েছে মামলাটি।

সারদা চিটফান্ড মামলায় প্রথম তদন্ত শুরু করে রাজ্য সরকারের গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। সেই সিটের অন্যতম সদস্য ছিলেন বিধাননগরের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রাজীব। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার তদন্তভার পুলিশের কাছ থেকে নিয়ে সিবিআইকে দেয়। তদন্তে নেমে সিবিআই অভিযোগ করে, রাজীব তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নথি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করেছেন। যাতে প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়। যদিও ওই সব অভিযোগ নস্যাৎ করেন রাজীব। আদালতে তিনি জানান, সিবিআই তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। মেঘালয়ের শিলংয়ে পাঁচ দিন ধরে (মোট ৪০ ঘণ্টা) কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নেন।

গাজা শান্তি সম্মেলনে ট্রাম্পের ডাক মোদীকে

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: সোমবার গাজা শান্তি সম্মেলন। মিশরের শার্ম-আল-শেখের এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাতাহ আল-সিসি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শনিবার। যদিও, মোদী মিশরে যাচ্ছেন কি না সেই বিষয়ে এখনও সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। মিশরের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র জানিয়েছেন, সোমবার বিকেলে শার্ম আল-শেখে আবদেল ফাতাহ আল-সিসি এবং ট্রাম্পের যৌথ সভাপতিত্বে 'শান্তি শীর্ষ সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ২০টিরও বেশি দেশের নেতারা অংশগ্রহণ করবেন।

সাম্প্রতিক অতীতের শুল্ক যুদ্ধ এবং এইচ১বি ভিসার সমস্যা জট বাড়িয়েছে ভারত-আমেরিকার সম্পর্কে। এরই মাঝে এসসিও সম্মেলনের মঞ্চে সখ্য বেড়েছে ভারত, চিন এবং রাশিয়ার। এই সমস্যা পিছনে ফেলে ট্রাম্পকে ফোন করেন মোদী। গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সাফল্যে ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানান তিনি। এখন মোদীকে আমন্ত্রণ জানানো বুঝিয়ে দিচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমেরিকার কাছে ভারতের গুরুত্ব কতটা। এই আবহে, মোদী সম্মেলনে যোগ দিলে সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি দেখা হবে তাঁর। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার সুযোগ পাবে ভারত।

চুক্তির বাস্তবায়ন ও শান্তির লক্ষ্যে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর গত শুক্রবার চুক্তির একটি অংশ বাস্তবায়িত হয়। যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিয়ে গাজার কিছু অংশ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে ইজরায়েল। যার জেরে গাজার ঘরছাড়া বাসিন্দারা ফের বোমা বিধ্বস্ত বাড়িতে ফিরতে শুরু করে। যদিও, রিপোর্ট বলছে, ট্রাম্পের প্রস্তাবিত গাজা শান্তি চুক্তিতে সই করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে হামাস।

চুক্তির শর্ত নিয়ে মতবিরোধের জেরে ফের আশঙ্কার মেঘ উঁকি দিয়েছে গাজা উপত্যকায়। সংবাদ সংস্থা এএফপির রিপোর্ট অনুযায়ী, চুক্তিতে হামাসকে গাজা ছেড়ে যাওয়ার যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তাঁকে 'অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করেছে হামাস।

তালিবান বিদেশমন্ত্রীর দ্বিতীয় সাংবাদিক বৈঠকে মহিলাদের প্রবেশাধিকার

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: তাঁর ভারত সফর ঘিরে একের পর এক বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সেই তালিবান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির আগ্রা সফর রবিবার আচমকাই বাতিল হয়ে গেল। তার পরিবর্তে রবিবার দিল্লিতে আফগান দূতাবাসে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুত্তাকি। 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করতে এবার সেখানে মহিলা সাংবাদিকদেরও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। শুক্রবার মুত্তাকির সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার মেলেনি। সেই নিয়ে প্রবল বিতর্ক দানা বাঁধে। এই ঘটনায় সুর চড়ায় কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। যদিও কেন্দ্রের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, এই ঘটনায় তাদের কোনও দায় নেই।

রবিবার তাজমহল-সহ বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখার কথা ছিল মুত্তাকির। কিন্তু সফরের কয়েকঘণ্টা আগেই সেই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। কেন আচমকা মুত্তাকির আগ্রা সফর বাতিল হল, সেই নিয়ে স্পষ্টভাবে কোনও পক্ষের তরফে কিছু জানানো হয়নি। আগ্রা সফর বাতিল হওয়ার পরই তড়িঘড়ি একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। রবিবারের সেই সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি শুক্রবারের সাংবাদিক সম্মেলন থেকে মহিলা সাংবাদিকদের বাদ দেওয়ার বিতর্ক নিয়ে বার্তা দেন। তিনি সাফাই দেন, এই সিদ্ধান্তটি ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়ার কোনও কারণে নয়, বরং তাড়াহুড়ো করে তথ্য প্রদান এবং অংশগ্রহণকারীদের সীমিত তালিকার কারণে হয়েছিল। তিনি বলেন যে, এটি একটি প্রযুক্তিগত বিষয় ছিল এবং আয়োজকরা শুধুমাত্র কয়েকজন সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে, এতে কোনও বৈষম্যর বিষয় ছিল না।

নারী অধিকার সম্পর্কিত আর একটি প্রশ্নের জবাবে মুত্তাকি বলেন যে ,তালিবান সরকার নারী শিক্ষাকে ধর্মীয়ভাবে 'হারাম' ঘোষণা করেনি। তিনি বলেন যে, আফগানিস্তানে বর্তমানে ১ কোটি পড়ুয়া শিক্ষাগ্রহণ করছে, যার মধ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ নারী রয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী পরিবর্তন

গত 18/09/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কোলকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে 948 নং এফিডেভিট বলে আমি, **Animesh Ghosh** ও **Animash Ghosh S/o. Goutam Ghosh** সাং আনন্দনগর নামাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে,আমার মক্কেল শ্রীমতি উমা ঘোড়াই স্বামী বকুল চন্দ্র ঘোড়াই, নিবাস গ্রাম : গোবরা, থানা : দীঘা, মোহনা কোস্টাল, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৬৩৯৮/২০০৬ বিএলআরও অফিসের নিকট ২৭.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল আনুমানিক ১০ টার সময়ে ফটো কপি করানোর সময়ে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১২৭১ তারিখ ২৭.০৯.২০২৫ দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দেব মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা - ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)
Ex. Appl.(OS) 1326/2025 in Execution Petition No. 55/2022
Tommorrowland Limited — **Decree Holder**
Vs
S.K. Nahata & Co. & Ors. — **Judgment Debtor**

To,
LRs. Of Judgment Debtor No. 2/ Ms Kanak Nahata
1. **Sagar Mal Nahata** (Husband of Mrs. Kanak Nahata)
2. **Mr. Sidhartha Nahata** (Son of Mrs. Kanak Nahata)

Both at: Flat 8A, 118, Dr. Meghnas Saha Sarani Kolkata - 700029 (West Bengal)

Judgment Debtor No. 1
S.K. Nahata & Co. through Mr. S. K. Nahata (Suresh Kumar Nahata), Partner At: 118, Southern Avenue, Abhisarika, 8th Floor, Kolkata - 700029.

Judgment Debtor No. 3
Mr. S.K. Nahata (Suresh Kumar Nahata) At: 113B, Manohardas Kalra, 2nd Floor, Kolkata - 700 007.

Whereas the decree holder has made an application to this Court for execution of the Judgment / Decree dated 27.04.2022 passed in CS(OS)2082/2012. And whereas it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this notice is given by publication directing you to make appearance before the Joint Registrar (Judicial) of this Court on **13.11.2025 at 11.00 A.M.**

Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned, the petition/application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, in terms of order dated **16.09.2025.**

Sd/-
Assistance Registrar (Original)
For REGISTRAR GENERAL

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই অক্টোবর । ২৬ শে আশ্বিন। সোম বার। সপ্তমী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখবর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যাটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

(আজ ভগিনী নিবেদিতা র প্রয়াণ দিবস। সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী র প্রয়াণ দিবস। শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুর র শুভ ভুমিষ্ঠ তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিদেশ সফরে কড়া নিয়ম, সরকারি কর্মীদের জন্য নবান্নের নয়া নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের সরকারি কর্মীদের বিদেশ সফর সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় আসছে কঠোর নিয়ন্ত্রণ। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের স্বাক্ষরিত নতুন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, কোনও সরকারি কর্মী বা আধিকারিক পূর্বানুমতি ছাড়া বিদেশ সফরের জন্য বুকিং, টিকিট বা হোটেল সংরক্ষণের মতো পদক্ষেপ করতে পারবেন না। নিয়ম ভঙ্গ হলে প্রশাসনিক পদক্ষেপের মুখে পড়তে হবে সংশ্লিষ্ট কর্মীকে। অনুমতি ছাড়া ভ্রমণ নয়। নবান্ন থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা গিয়েছে অনেক সরকারি কর্মী অনুমতি পাওয়ার আগেই সফরের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছেন। এই আচরণকে প্রশাসনিক নীতির লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বুকিং সম্পন্ন হয়েছে বলে পরবর্তী সময়ে কোনও শিথিলতা বা বিশেষ অনুমোদন দেওয়া হবে না। সরকারি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রতিটি পর্যায়ে নির্দেশিকা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। অনুমতির নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াবিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সরকারি কর্মীরা ব্যক্তিগত সফর, লিভ ট্রাভেল কনসেশন (এলটিসি) বা সরকারি উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রায় যেতে চাইলে, সফরের অন্তত চার সপ্তাহ আগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাধ্যমে অনুমতির আবেদন পাঠাতে হবে। শেষ মুহূর্তের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এতে বিভাগীয় প্রধানদের (এইচওডি) দায়িত্ব বাড়ছে বলে জানানো হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। মুখ্যসচিবের নির্দেশ অনুযায়ী, অতিরিক্ত সচিব, বিশেষ সচিব এবং সচিবদের এই বিষয়ে সরাসরি নজর রাখতে বলা হয়েছে। একজন রাজ্য আধিকারিক জানান, অনেক কর্মচারী অনুমতির আগে সফরের প্রস্তুতি শেষ করেন, তারপর সামান্য অনুমতির জন্য আবেদন করেন; এই প্রবণতা প্রশাসনে অব্যবস্থা তৈরি করছে। তাই নিয়ম না মানলে ভবিষ্যতে অনুমতি দেওয়া হবে না। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এই নতুন নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক গঠনকে আরও সুসংগঠিত করবে। বিদেশ সফর সংক্রান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় একদিকে যেমন জবাবদিহিতা বাড়বে, অন্যদিকে অনুমতির ব্যবস্থা হবে আরও স্বচ্ছ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের এই পদক্ষেপকে প্রশাসনিক সংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের সুবিধার্থে বুকিং কাউন্টারের পাশে আরও ২টি নতুন এএফসি-পিসি স্মার্ট গেট চালু করল মেট্রো।

দুর্গাপুর গণধর্ষণ কাণ্ডে 'অপরাজিতা বিল' আটকে রাখায় কেন্দ্রকে তোপ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুরে এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনায় তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বিরোধী বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করে নারীদের নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলেছে। অপরদিকে, শাসক তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে বলছে, অপরাজিতা বিল আটকে রেখে বিজেপি ধর্ষকদের পরোক্ষভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। তৃণমূলের অভিযোগ, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার পর রাজ্য সরকার বিধানসভায় 'অপরাজিতা বিল' পাশ করেছিল দোষীদের কঠোর শাস্তির জন্য। বিলটি রাজ্যপাল হয়ে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হলেও এক বছরেরও বেশি সময় ধরে অনুমোদন দেওয়া হয়নি। তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রের এই বিলম্ব নীরব সমর্থনের সমতুল্য এবং এটি অপরাধীদের উৎসাহ যোগাচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সোশ্যাল মিডিয়ার এক ভিডিও বার্তায় এই ইস্যু তুলে ধরেন।

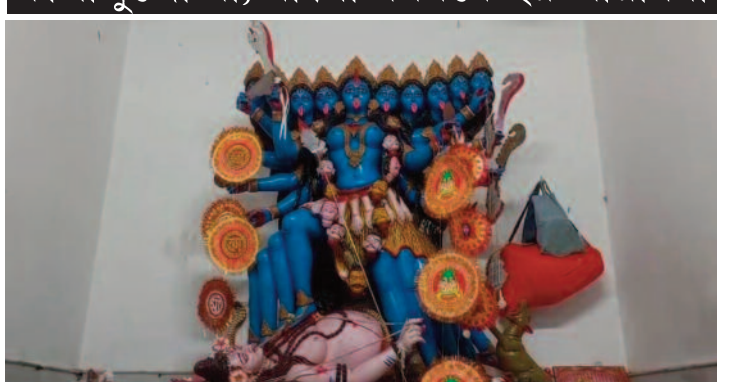

বিজেপি নেতারা অভিযোগ করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ ধর্ষক ও অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও বিজেপির আইটি সেল প্রধান অমিত মালব্য একযোগে সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও আইনশৃঙ্খলার অবনতির কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের দাবি, দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, এবং নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ ইতিমধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে এবং নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করেছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। অভয়া মঞ্চের প্রতিনিধি দল ও জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার আক্রান্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে এবং প্রশাসন সংবেদনশীল ভূমিকা নিচ্ছে না।

ছোটদের পুতুল নাচ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইন্দো জাপান নেপাল যৌথ উদ্যোগে ছোটদের পাপেট (পুতুল নাচ) প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল। কলকাতা 'এসো নাটক শিখি'র উদ্যোগে ৯ অক্টোবর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এই শিশু-কিশোরদের পাপেট (পুতুল নাচ) প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই শিল্পকলাকে নতুন করে ছোটদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য এই কর্মশালা বা প্রশিক্ষণ শিবির বলেই দাবি উদ্যোক্তাদের। জাপানের আটার ভিশন কোম্পানির এরিনা সাজির নেতৃত্বে এবং নেপালের শতাব্দী আর্টসের এলিনা নাকারিমি, সুশীল ভূশাল ও শংকর ভান্ডারীর সহযোগিতায় কলকাতা 'এসো নাটক শিখি'র মহলা কক্ষে এই কর্মশালাটি হয়। কর্মশালায় কাগজ, কাপড় দিয়ে কি করে পুতুল বানানো যায় এবং সেই পুতুলকে কিভাবে নাটকে ব্যবহার করতে হয়, তা হাতে কলমে শেখানো হয়। এই কর্মশালায় প্রায় ৫০ জন খুদে প্রশিক্ষিত হয়। উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঝুঙ্কু মণ্ডল ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকুমার মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

প্রান্তিক মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুম উপলক্ষে বিশেষ উদ্যোগ রোটারি ক্লাব অফ সল্টলেক সিলিকন ভ্যালি, আইইএম, ইউইএম গ্রুপ ও সমাজসেবামূলক সংগঠন নেবাধাই যুব গোষ্ঠীর। তাদের উদ্যোগে দত্তপুকুরে আয়োজিত হয় বৃহৎ বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। প্রায় আড়াইশ জন প্রান্তিক মানুষের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিলেন তারা। রোটারি ক্লাবের সভানেত্রী ডঃ সমাপিকা দাস বিশ্বাস বলেন, আমরা চাই সমাজের প্রতিটি মানুষ এই উৎসবের আনন্দে সামিল হোক। আইইএম, ইউইএম গ্রুপের পরিচালক ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী জানান, শিক্ষা ও মানবিকতা দুটোই সমান ভাবে এগিয়ে চলুক। নেবাধাই যুব গোষ্ঠীর সভাপতি কিশোরলাল গাঙ্গুলি বলেন, মানবসেবাই আমাদের প্রকৃত পুজো।

কালীপুজোর আগে শব্দদূষণ রোধে পথে পরিবেশ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীপুজো ও ছট পুজোর আগে আবারও রাস্তায় নামলেন পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা। তাঁদের দাবি; 'না শোনার অধিকারে'র সঠিক প্রয়োগ করতে হবে এবং আদালতের নির্দেশ মেনে শব্দবাজি ও ডিজে বন্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক।

সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে কলকাতার নানা প্রান্তে চলছে লিফলেট বিলি, প্রচার ও মাইকিং। ১৯৯৬ সালে প্রয়াত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক রায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে 'না শোনার অধিকার' পশ্চিমবঙ্গবাসীর আইনি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, বর্তমানে শব্দদূষণে শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, যা প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও জনসচেতনতার অভাবের ফল। সবুজ মঞ্চের সাতটি মূল দাবি আদালতের রায় মেনে শব্দ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও দূষণ পর্ষদ কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিক। রাত ১০টার পর কোনো সভা, অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় কাজে মাইক বাজানো বন্ধ হোক; অনুমতি ছাড়া ব্যবহার শাস্তিযোগ্য হোক। নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধে সারা বছর অভিযান চলুক। অবৈধ বাজি কারখানাগুলো বন্ধ করে আইনানুগ ব্যবস্থার আওতায় আনা হোক। রাস্তায় বা খোলা জায়গায় ডিজে ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকুক। শব্দদূষণের কারণে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের জন্য সরকারী সাহায্য ও অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। সাধারণ মানুষকেও আহ্বান করা হয়েছে; শব্দ আইন মানতে ও অন্যকেও মানাতে। পরিবেশ রক্ষা, গাছকাটা রোধ ও জলাশয় সংরক্ষণ নিয়েও সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে সবুজ মঞ্চ। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মতো পদক্ষেপেও সাধারণ মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

রাজ্যজুড়ে সাড়া ফেলছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: জনমুখী প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চলা 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' (এপিএএস) কর্মসূচি রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২৮,২৯৯টি শিবির সম্পন্ন হয়েছে, যা রাজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ বুথকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই শিবিরগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ২.২০ কোটিরও বেশি মানুষ। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল স্থানীয় স্তরে অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা গঠন করে এলাকাভিত্তিক সমস্যা ও পরিকাঠামোগত ঘাটতি চিহ্নিত করে তার দ্রুত সমাধান করা। প্রতিটি বুথে দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং প্রায় আট হাজার কোটি টাকার কাজ রাজ্যজুড়ে হাতে নেওয়া হচ্ছে।

অগস্টের ২ তারিখ থেকে শুরু হওয়া এই শিবিরগুলি চলবে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। রাজ্যের প্রায় ৩১,৭০০টি শিবির নির্ধারিত হয়েছে; যাতে সরকারের প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া যায় মানুষের দোরগোড়ায়।

উত্তর ২৪ পরগনা সর্বাধিক ২,৯৯০টি শিবির আয়োজন করেছে। তার পরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২,৩৪৯) ও মুর্শিদাবাদ (২,৩০৯)। দর্শনার্থীর সংখ্যার বিচারে শীর্ষে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর (২৮.৯ লক্ষ), এরপর দক্ষিণ ২৪ পরগনা (২১.৫ লক্ষ) ও পূর্ব বর্ধমান (২০.০৮ লক্ষ)। পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রতি শিবিরে গড়ে সর্বাধিক ১,৯৩১ জন করে মানুষ অংশ নিয়েছেন।

শিবিরগুলিতে মূলত রাস্তা, স্ট্রিট লাইট, ড্রেনেজ এবং জল সরবরাহ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে; যা মোট প্রকল্পের ৮০ শতাংশেরও বেশি। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক ও শহরাঞ্চল থেকে ইতিমধ্যেই ৩.৫৮ লক্ষ প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়েছে।

বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে ধৃত আরও দুইজনের ছয় দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ৫ অক্টোবর রাতে অভিযুক্ত সঞ্জয় মাইতি ও সুরজিৎ শিকদার নামে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা পাঁচু সামন্ত নামে আরেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের জেরা করে গত ৭ অক্টোবর খুনের ঘটনায় জড়িত চন্দন মণ্ডল ও প্রিন্স কুমার ওরফে গুলগুল্লা নামে আরও দুজনকে ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেপ্তার করেছে তদন্তকারীরা। কিন্তু বাকি দুই অভিযুক্ত ঘনঘন ঠিকানা বদল করে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল। অবশেষে বিহারের জামুড়িয়া থেকে পিতা-পুত্র রঞ্জিত দাস ও প্রিন্স দাসকে গ্রেপ্তার করেছে তদন্তকারীরা। সূত্র বলছে, ধৃত রঞ্জিত দাসের আরেক পুত্র রাকেশ দাস প্রেসিডেন্সি জেলে বসেই এই ডাকাতির পরিকল্পনা করেছিল। রবিবার ধৃত পিতা-পুত্রকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ছয়দিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, গত ৪ঠা অক্টোবর ভরদুপুরে জনবহুল বরানগর শম্ভুনাথ দাস লেনে নিজের দোকানে খুন হন স্বর্ণ ব্যবসায়ী শঙ্কর জানা। যদিও তদন্তকারীরা ইতিমধ্যেই সাত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কিনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

পার খোশালপুরে দশমুখী যোগেশ্বরী কালীর পুজো, ভয়ের মাঝে ভক্তির দীপ্তি

রাজীব মুখোপাধ্যায় • হাওড়া

হাওড়ার আমতা পার খোশালপুরে আরাধিত হন মা যোগেশ্বরী; বাংলার দেবীসাধনায় বিরল দশমুখী রূপে। গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে, কালীস্বরূপ নীলবর্ণা দেবীর দর্শন মেলে দশটি মুখ, দশটি হাত, দশটি পা ও পদতলে মহাদেবের আশীর্বাদরূপে। শ্যামা কালীসদৃশ্য তেজ, মুখে জিভ বার, কিন্তু চেতনায় যেন ভয়কে ছাড়িয়ে যায় শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আর স্নেহের অনুভব। স্থানীয় প্রবীণরা জানালেন, বহু বছর আগে বিত্তশালী জগন্নাথ কোলে নিজ গুরু শ্রীমৎ চিদানন্দ হংসচারী মহারাজের অনুপ্রেরণায় স্থাপন করেন এই আশ্চর্য দেবীমূর্তি। তখন থেকেই শুরু হয় দশমুখী যোগেশ্বরীর পুজোর ঐতিহ্য, যা আজও অব্যাহত। মা'র পুজো হয় বৈশাখের প্রথম দিন; বাংলা নববর্ষেই শুরু হয় আরাধনা, যদিও দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতেও উপচে পড়ে ভক্তসমাগম, ধূপ ও প্রদীপে মোড়া মন্দির প্রাঙ্গণ আলোয় আলোকিত। গ্রামবাসীর মুখে মায়ের জাগ্রত রূপের কিংবদন্তী। ছোটবেলার মাটির মন্দির আজ সবাই মিলে গড়ে তুলেছে পাকা অট্টালিকায়। মা কাউকে নিরাশ করেন না, যে মানত করেন, তাঁর আশা পূর্ণ হয়; শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ঝলকানি ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি পুজোর দিনে। নিয়মিত সভাপাতে ও সন্ধ্যায় চলতে থাকে মা'র পুজো, বিশেষ দিনে কীর্তন ও নামযজ্ঞে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর। ভক্তদের বিশ্বাস, এই রূপ অসাধারণ; মা যোগেশ্বরী যেন ভাব অনুসারে রূপ ধারণ করেন। কালী, দুর্গা ও চণ্ডীর শক্তি একত্রিত হয়ে চিরচেনা বাংলার দেবীতত্ত্বে তাঁদের অনন্যতা ছড়িয়ে দেন। দীপান্বিতা কিংবা নববর্ষ; সব উৎসবের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় একটাই কথা; যেখানে ভাব, সেখানেই ভগবান। তাই যোগেশ্বরী মা'র দর্শনে ভয়, ভক্তি আর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে প্রতিটি মুহূর্ত। এভাবেই খোশালপুরের দশমুখী যোগেশ্বরী কালীর পুজো ভক্তের মনে জাগায় অনির্বচনীয় এক শ্রদ্ধা; মায়ের অলৌকিক সন্ধানে এক নতুন আলোয় আলোকিত হয় জীবন।

কালীপুজো না, বাংলা নববর্ষে হয় আরাধনা

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২৬ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার

‘আমার বক্তব্য বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে’ দমদম বিমানবন্দরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: রবিবার উত্তরবঙ্গে রওনা দেওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর বক্তব্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। মমতা বলেন, আমার বক্তব্য বিকৃত করে প্রচার করা হচ্ছে। আমি যা বলি তার অর্থ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের নোংরা রাজনীতি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি অন্তত সেই শালীনতা রাখি, যেটা অন্যরা রাখেন না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমি সবসময় সরাসরি

মানুষের সামনে কথা বলি, প্রস্তুত করা প্রশ্নের উত্তর দিই না। অন্যরা যেমন আগে থেকে ঠিক করা প্রশ্নের জবাব দেয়, আমি তা করি না। আমি মিডিয়ার সামনে খোলামেলা কথা বলি, কারণ মানুষের জানার অধিকার রয়েছে। তাঁর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন পড়েছে। বিরোধীরা বলছে, মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনার মুখে পড়েই সাংবাদিকদের দোষ দিচ্ছেন, অন্যদিকে তৃণমূলের নেতৃত্বের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে বিকৃত করে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হচ্ছে। জনসংযোগের মঞ্চ হোক বা প্রশাসনিক বৈঠক; মমতা বারবার স্বচ্ছ রাজনীতির পক্ষে সওয়াল করেছেন। দমদম বিমানবন্দরে তাঁর এই স্পষ্ট বার্তা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে, বিশেষ করে রাজ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক তপ্ত পরিবেশে এটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। উল্লেখ্য, রবিবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছে হাসিমারায় প্রশাসনিক বৈঠক করেন তিনি। আলিপুরদুয়ারে করবেন রাত্রিবাস। সোমবার নাগরাকাটায় যাবেন, মঙ্গলবার যাবেন মিরিকে। দার্জিলিং, কালিম্পং জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। শুক্রবার তিনি কলকাতায় ফিরবেন।

উচ্চমাধ্যমিকের উত্তরপত্র দেখবে কৃত্রিম মেধা, স্বচ্ছ মূল্যায়নে আসছে ‘এআই যুগ’

সম্ভাব্য ৩১ অক্টোবর প্রথম সেমেস্টারের ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথমবারের মতো সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর এবার ফলপ্রকাশেও যুক্ত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। উত্তরপত্র মূল্যায়নের স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ চালু করছে ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ নির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থা। সংসদ জানিয়েছে, এ ব্যবস্থায় আর থাকছে না উত্তরপত্র বাতিলের আশঙ্কা কিংবা সামান্য ভুলের কারণে নম্বর কাটা পড়ার ভয়।

এ বছর সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ শেষ হয়েছে প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা। সবকিছু ঠিক থাকলে ফলপ্রকাশ হবে ৩১ অক্টোবর। প্রথম পর্বের প্রশ্নপত্র ছিল সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ধাঁচের; অর্থাৎ, এমসিকিউ ফরম্যাটে উত্তর দিতে হয়েছে ওএমআর শিটে। প্রচলিত স্ক্যানার বা ম্যানুয়াল মূল্যায়নের বদলে এবার সেই ওএমআর শিট খতিয়ে দেখবে এআই। সংসদ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সহায়তায় এই এআই-ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। ব্যবহৃত হচ্ছে ‘অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রেকগনিশন’ প্রযুক্তি, যা

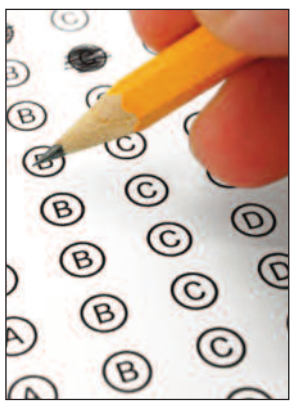

হাতে লেখা অক্ষর ও সংখ্যাকে সঠিকভাবে চিনে নিয়ে ডিজিটাল ডাটায় রূপান্তর করতে সক্ষম। ফলে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর বা রেজিস্ট্রেশন নম্বরে হাতের লেখার সামান্য ত্রুটি থাকলেও তা পড়তে পারবে কম্পিউটার, বাতিল হবে না খাতা।

আগে ওএমআর শিটে কালির দাগ বা চিহ্নে সামান্য অস্পষ্টতা থাকলে পুরো উত্তরপত্র বাতিল হয়ে যেত। এবার এআই নিজে নির্ণয় করবে; দাগটি ইচ্ছাকৃতভাবে করা, নাকি ভুলবশত। এমনকী একাধিক অপশন চিহ্নিত থাকলে, সিস্টেম নিজেই বিশ্লেষণ করবে কোন চিহ্নে বেশি কালি বা চাপ পড়েছে এবং সেটিকেই গ্রহণ করবে পরীক্ষার্থীর প্রকৃত উত্তর হিসেবে।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, এই প্রযুক্তির ব্যবহার মূলত ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে। পরীক্ষার সময় হঠাৎ ভুল বা তাড়াহুড়োয় চিহ্নে গরমিল হলে যাতে তারা অন্যায়ভাবে নম্বর না হারায়, সেই ভাবনা থেকেই এআই ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষামহলের মতে, এটি শুধুই একটি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থার দিকনির্দেশক পদক্ষেপ। এআই-এর মাধ্যমে মূল্যায়ন, ফলপ্রকাশ ও পরিসংখ্যান প্রস্তুত; সবই দ্রুত, নির্ভুল এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এতে যেমন সংসদের কাজ সহজ হবে, তেমনই শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বাড়বে আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতা।

প্রযুক্তির এই নতুন অধ্যায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকে একধাপে এগিয়ে নিয়ে গেল ডিজিটাল শিক্ষার যুগে। পরীক্ষার খাতা দেখবে কৃত্রিম মেধা; কিন্তু তাতে মানবিক ভাবনার স্থান আরও মজবুতই হবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

দুর্গাপুর-কাণ্ড ঘিরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরোধিতায় সুকান্ত, তুললেন পদত্যাগের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার দুর্গাপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, উচ্চ প্রশাসনিক পর্যায় থেকে সরাসরি হোম ডিপার্টমেন্ট সামলানোর পাশাপাশি নিজেই পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও, একজন নারী হিসেবে তাঁর মন্তব্য নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী দায় এড়াতে পারবেন না।

সুকান্ত মজুমদার আরও উল্লেখ করেন, মুখ্যমন্ত্রী এখনও দোষ চাপাচ্ছেন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজের দিকে। অথচ কয়েক মাস আগেই একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক তরুণী চিকিৎসককে নির্মমভাবে গণধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। প্রতিমন্ত্রীর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য কেবল পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নারীর প্রতি অবমাননা নয়, বরং এটি গভীর উদ্বেগের বিষয়।

তিনি আরও বলেন, একজন নারী মুখ্যমন্ত্রী থেকে এমন মন্তব্য আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ ব্যর্থতার সাক্ষ্য প্রদান করে। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৈতিক দায়িত্ব, কোনো বিলম্ব ছাড়াই পদত্যাগ করা। সুকান্ত মজুমদারের এই বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি দায়ী করছেন এবং দ্রুত পদত্যাগের আহ্বান জানাচ্ছেন।

শক্তির আরাধনার প্রস্তুতি...। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

তোষণেই বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর দিনাজপুর থেকে মুর্শিদাবাদ; দুটি জেলার দুটি আলাদা ছবি ঘিরে ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, তোষণ ও অরাজকতার রাজত্বে বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংসের মুখে।

শুভেন্দুর বক্তব্যে দুটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার, যেখানে স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় ছবি মুর্শিদাবাদের ভাবতা নেতাজি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের, যেখানে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে ‘বিনোদনের নামে চটুল নৃত্য’ চলেছে বলে দাবি শুভেন্দুর।

তাঁর বক্তব্যে ক্ষোভের সুর স্পষ্ট; দুটি ছবিই প্রমাণ করে দিচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোষণ-অরাজকতার শাসনে বাংলার সংস্কৃতির কী করুণ অবস্থা। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ‘বাঙালি বাঙালি’ রব তোলা মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফল আজ গোটা রাজ্য ভোগ করছে।

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের রাজত্বে আইন-শৃঙ্খলা আর প্রশাসনের হাতে নেই। কালীঘাট ও ক্যামাক স্ট্রিটের দুটি অফিস থেকেই এখন নির্ধারিত হয় রাজ্যের দিকনির্দেশ। গুন্ডা-দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হওয়া বাংলায় অন্য রাজ্য থেকে আসা মহিলা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, এমনকী বাংলার মনীষীরাও আজ নিরাপদ নন।

তাঁর অভিযোগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান বাংলাকে ‘অপসংস্কৃতির কেন্দ্র’ বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে শাসক দল। শুভেন্দুর ভাষায়, বাংলার ইতিহাস, জ্ঞান, নৈতিকতা, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে মূল থেকে উপড়ে নেওয়ার যে এজেন্ডা তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছে, তার বাস্তব রূপ আজ বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূলের লুম্পেনবাহিনী ধীরে ধীরে তা কার্যকর করছে। শেষে তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, অপসংস্কৃতির এই আমদানি করা তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্রতী জনগণ।

রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর এই মন্তব্য শুধু সংস্কৃতির অবক্ষয় নয়, বরং রাজ্য প্রশাসনের প্রতি আস্থাহীনতারও ইঙ্গিত বহন করছে। তৃণমূল সূত্রে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সুজিতের দপ্তরে ‘হিসাববহির্ভূত’ নগদ-সহ বিভিন্ন নথি বাজেয়াপ্ত, জানাল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী তথা বিধায়ক সুজিত বসুর দপ্তরে ইডির তল্লাশি অভিযান ঘিরে শনিবার তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হলেও, রবিবার ইডি নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল। এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থা জানিয়েছে, অভিযানে হিসাববহির্ভূত নগদ অর্থসহ একাধিক অপরাধমূলক নথি ও ডিজিটাল ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ইডির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কলকাতার ইডি আঞ্চলিক অফিস ১০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের পুরসভা নিয়োগ কেলেঙ্কারির তদন্তে কলকাতা এবং আশেপাশের ১৩টি স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করেছিল। এই তল্লাশির আওতায় ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক এবং অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা মন্ত্রী সুজিত বসুর অফিস এবং তাঁর সংস্থার বিভিন্ন দপ্তর। অভিযানের সময় সম্পত্তির নথি, ডিজিটাল ডিভাইস এবং প্রায় ৪৫

লক্ষ টাকার হিসাববহির্ভূত নগদ সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডির তরফে আরও জানানো হয়েছে, বাজেয়াপ্ত নথিগুলি বিশ্লেষণ করে শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, শনিবার সকাল থেকে ইডির একাধিক দল দক্ষিণ দমদম এবং কলকাতার একাধিক দপ্তরে তল্লাশি চালায়। অভিযানের পরেই তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে, এটি নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ। তবে ইডি তাদের বিবৃতিতে স্পষ্ট করে জানিয়েছে, অভিযানের লক্ষ্য ছিল ‘অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আর্থিক লেনদেনের উৎস এবং অর্থপাচার চক্র উদঘাটন।’

কালীপুজোয় নেই বৃষ্টির ভ্রূকুটি, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা বিদায়ের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে বিদায় নিতে চলেছে বর্ষা। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে, এবং সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকেই শুরু হবে বর্ষা বিদায়ের আনুষ্ঠানিক পর্ব।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার সকাল থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় আকাশ ছিল মূলত পরিষ্কার। কোথাও কোথাও হালকা মেঘলা থাকতে পারে, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল; পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু হবে বর্ষা বিদায়। এরপর ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতাতেও বিদায় নেবে বর্ষা। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ির কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, মঙ্গলবারের পর থেকে সেখানেও আকাশ পরিষ্কার থাকবে। আবহাওয়ার বড় কোনও সতর্কতা নেই।

হাওয়া অফিসের মতে, আগামী রবিবার (১৯ অক্টোবর) পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক ও মনোরম। দিনে হালকা গরম থাকলেও, রাতের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা নামবে। কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে প্রায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

মৌসম ভবনের এক আধিকারিক জানান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বর্ষা ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে। আগামী সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও

বিহার থেকেও বর্ষা বিদায় নেবে। বাংলায় অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হবে শরতের শুষ্ক, মনোরম আবহাওয়া। অর্থাৎ, আগামী সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার ছুটি, আকাশে মেঘ থাকবে সামান্য, আর বাতাসে শুরু হবে শরতের হালকা শীতল পরশ।

বাংলায় প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ এসআইআর, ভোটার তালিকা সংশোধনে কড়াকড়ি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে শুরু হল নির্বাচন কমিশনের নতুন পদক্ষেপ; এসআইআর বা সিস্টেমটিক ভোটার্স লিস্ট রিভিশন। বিহারে সফল প্রয়োগের পর এবার বাংলায় এই প্রকল্পের প্রস্তুতি তদারকিতে এসেছেন কমিশনের উচ্চ-পর্যায়ের প্রতিনিধি দল। বুধবার সকাল থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের নেতৃত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁরা। বৈঠকের মূল লক্ষ্য; ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী-সহ কমিশনের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ছাড়াও সমস্ত জেলার নির্বাচনী আধিকারিকেরা যোগ দেন এই বৈঠকে। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলা; যেখানে একাধিক অনিয়মের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বিশেষ করে বাঁকুড়ায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকা বহু নাগরিকের নাম ২০২৫ সালের খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, বিহারের মডেল অনুসরণ করে বাংলাতেও চালু হবে এই এসআইআর পদ্ধতি। এর আওতায় প্রতিটি ভোটারের নাম, ঠিকানা, বয়স ও পরিচয়পত্রের তথ্য পুনরায় যাচাই করা হবে। কোনো প্রকার ত্রুটি বা পুনরাবৃত্তি থাকলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য যাচাই ও মাঠপর্যায়ের কর্মীদের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে।

‘চিহ্নিত করুন, তালিকা থেকে বাদ দিন, দেশ থেকে বহিষ্কার করুন’

এসআইআর নিয়ে তিন দফা পদক্ষেপে সরব রাজ্যের গেরুয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিশেষ ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা নিয়ে যখন উত্তপ্ত রাজনীতি, ঠিক তখনই রাজ্যের গেরুয়া শিবির ফের সরব হলেন অনুপ্রবেশ ইস্যুতে। তাঁদের দাবি, মোদী সরকার অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তিন দফা স্পষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে; চিহ্নিত করুন, তালিকা থেকে বাদ দিন, দেশ থেকে বহিষ্কার করুন; এই মন্ত্রেই রাজ্য থেকে অনুপ্রবেশকারীদের উপড়ে ফেলতে হবে।

রাজ্যের গেরুয়া শিবির দাবি করে জানিয়েছে, দেশের মাটি ও ভোটাধিকার রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার অনুপ্রবেশ বিরোধী কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকার বরাবরই অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিয়েছে, ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করেছে। এখন সময় এসেছে তাদের চিহ্নিত করার, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার, এবং শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে বহিষ্কার করার।

তাদের আরও দাবি, এসআইআর কেবল একটা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়; এটা জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। বাংলার মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা করতে হলে অনুপ্রবেশকারীদের ভোট তালিকা থেকে বাদ পড়া বাধ্যতামূলক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকাল এই অবৈধ ভোটব্যাংকের আশ্রয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছেন, কিন্তু আর তা চলবে না। রাজ্যের বিরোধী দলের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোড়ন শুরু হয়েছে। বিজেপি শিবির দাবি করেছে, রাজ্যে বহু বছর ধরে বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে, যা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বিকৃত করছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই অবস্থানকে ‘বিভাজনের রাজনীতি’ বলে কটাক্ষ করেছে। দলীয় সূত্রে দাবি, এসআইআর-কে কেন্দ্র করে বিজেপি আবারও ধর্ম ও নাগরিকত্বের নামে বিভাজনের রাজনীতি করছে। বাংলার মানুষ এই অপপ্রচারে কান দেবে না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্য বিজেপির এই স্লোগান; চিহ্নিত করুন, তালিকা থেকে বাদ দিন, দেশ থেকে বহিষ্কার করুন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির জাতীয়তাবাদ ও অনুপ্রবেশবিরোধী অবস্থানকে নতুন করে উসকে দিচ্ছে।

রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক পর্যায়ে এখন এসআইআর -এর প্রস্তুতি জোরদার, এবং এ নিয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নজরদারিও চলছে। এদিকে, বিজেপির এই বক্তব্য যে তৃণমূল-বিজেপির মুখোমুখি লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলবে, তা রাজনৈতিক মহলে নিশ্চিত।

ভিন রাজ্যের পর বিদেশের মাটিতেও ফাটাকেষ্টর কালীপুজো!

৬৮ বছরে পা দিল কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলেজ স্ট্রিট: কলকাতার এক সরু গলিতে শুরু হয়েছিল এক সময়ের ছোট্ট এক কালীপুজো। আজ সেটিই হয়ে উঠেছে বিশ্বজোড়া পরিচিত এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ; ফাটাকেষ্টর নব যুবক সংঘের কালীপুজো। উত্তম কুমার থেকে অমিতাভ বচ্চন; বলিউড,টলিউডের অগণিত তারকা এই পুজোর অতিথি হয়েছেন। এ বছর পুজো পা দিল তার ৬৮তম বর্ষে। আর এখন শোনা যাচ্ছে, এই পুজো এবার বিদেশেও হতে পারে!

এক সময় এলাকার জনপ্রিয় মুখ ফাটাকেষ্টের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল নব যুবক সংঘের এই কালীপুজো। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ক্লাবের বর্তমান সম্পাদক ও সংগঠক প্রবন্ধ রায়। শহরের সীমা ছাড়িয়ে পুজোর নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশের নানা প্রান্তে, এমনকী বিদেশেও বাঙালিদের মধ্যে এই পুজো নিয়ে উৎসাহ প্রবল।

সূত্রের খবর কমিটির সদস্যদের মধ্যে অনেকের অনেক বন্ধু আমেরিকা, ইতালিতে আছেন। তাঁরা বারবার বলেছেন, ওখানেও এই পুজো হোক। যদিও এখনও সেইভাবে বিদেশে পুজোর আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে কমিটি সূত্রের খবর, নতুন প্রজন্ম এগিয়ে এলে ফাটাকেষ্টর কালীপুজো বিদেশেও হতে পারে। মা চাইলে নিশ্চয়ই হবে বলেই জানাচ্ছেন কমিটির সদস্যরা।

কলেজ স্ট্রিটের এই পুজো ঘিরে ইতিমধ্যেই সরগরম এলাকা। মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে, এসে পৌঁছেছে ১৬ ফুট উচ্চতার শ্যামাকালীর প্রতিমা। এ বছর শিল্পী মিন্টু পাল-এর হাতে গড়া মূর্তি পেয়ে উচ্ছ্বসিত ক্লাব। প্রতিমা তৈরিতে শৈল্পিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সংমিশ্রণই থাকছে প্রধান আকর্ষণ।

এই পুজোয় একসময় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন মহানায়ক উত্তম কুমার ও অভিনেত্রী সুপ্রিয়া দেবী। এসেছেন অমিতাভ বচ্চন, যার স্ত্রী জয়া অমিতাভের হাতে দেওয়া হীরের নথ আজও মাতৃমূর্তির নাকে শোভা পায়। রানি মুখোপাধ্যায়, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতম; অসংখ্য শিল্পী-সংগীতজ্ঞ ভক্ত হিসেবে এসেছেন এখানে পুজো দিতে।

ভোগ এখানে শুধুমাত্র এক আচার নয়, এক ভক্তি-অনুভূতি। এখানে শুধু খিচুড়ি নয়, মা-কে ভাত, ডাল, পাঁচ রকম ভাজা, তরকারি ও পায়েস নিবেদন করা হয়। পুরোহিতমশাই

স্বয়ং রান্না করেন। তারপর সেই ভোগ পোলাও, আলুর দম, পনিরের সঙ্গে মিশিয়ে প্রসাদ হিসেবে বিলি করা হয় হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে। ২০০৯ সালে মুম্বইয়ের আন্ধেরি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত হয়েছিল ফাটাকেষ্টর কালীপুজোর প্রথম ‘বাইরের রাজ্যের’ সংস্করণ। সেখানে প্রচুর বাঙালি এসেছিলেন, সাড়া মিলেছিল অসাধারণ। তবে সদস্যসংখ্যা ও লোকবলের অভাবে তিন বছর পর তা বন্ধ করতে হয়েছিল। পাড়ার লোকজনও তখন ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এখন আবার নতুন স্বপ্ন দেখছেন আয়োজকরা। যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি-সহ বিদেশে থাকা একদল বাঙালি ফাটাকেষ্টর পুজো ফের শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, বিদেশে থাকা মায়ের ভক্তদের ভক্তির গভীরতা উপলব্ধি করে বিদেশেও ফাটাকেষ্টর কালীপুজো যাতে তারা দেখতে পারেন, তাই নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

অঙ্ক গুলিয়ে দিতে পারেন পিকে, আশঙ্কায় নীতিশ, তেজস্বী দুই শিবিরই

আগামী ৬ নভেম্বর বিহারে প্রথম দফার ভোট। প্রার্থী বাছাই পর্বও মোটামুটি শেষ। দু'দফায় ২৪৩ আসনে নির্বাচন। যুযুধান দু-পক্ষ আরজেডি, কংগ্রেস জোট, অন্যদিকে বিজেপির দোসর নীতিশের জেডিইউ। প্রধান দুই শক্তির মধ্যে এতদিন স্পষ্ট ছিল ভোটের মেরুকরণ। কিন্তু এবার ছবি একটু ধোঁয়াটে। দুই শিবিরই আশঙ্কায়, এক নতুন শত্রুর আবির্ভাবে। মুখ্যমন্ত্রী পদে রাজ্যবাসীর পছন্দের মুখ কে, এই নিয়ে সি ভোটারের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় সেই আশঙ্কা আরও বেড়েছে। ফলে ফের নতুন করে ভোটের অঙ্ক কষতে হচ্ছে নীতিশ, তেজস্বীদের। প্রশ্ন হচ্ছে কে, এই নতুন শত্রু? এতদিনে সবার জানা তিনি হলেন জনপ্রিয় ভোটকৌশলী পিকে বা প্রশান্ত কিশোর। বিহারের সন অফ দ্যা সয়েল। এতদিনের পেশা ছেড়ে এবার নতুন দল গড়ে রাজনীতির ময়দানে একদা দেশের পয়লা নম্বর ভোটগুরু। আর এতেই বিহারী ভোটের সব অঙ্ক গুলিয়ে যেতে বসেছে যুযুধান দুই শিবিরেব। সি ভোটারের সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষা বলছে, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিহারবাসীর পছন্দের শীর্ষে রয়েছেন আরজেডি প্রধান লালু-পুত্র তথা রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। ৩৬.২ শতাংশের সমর্থন রয়েছে তাঁর দিকে। এরপরই টুইস্ট! ২৩.২ শতাংশ ভোটদাতার সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসে চমকে দিয়েছেন সদ্যগঠিত জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রশান্ত কিশোর। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মাত্র ১৫.৯ শতাংশ ভোটারের সমর্থনে ঠাঁই পেয়েছেন তিন নম্বরে।সি ভোটারের সমীক্ষায় পছন্দের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন বিজেপির আর এক সহযোগী লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-র প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান। তাঁকে পাটনার কুর্সিতে দেখতে চান ৮.৮ শতাংশ ভোটদাতা। এই সমীক্ষা রিপোর্ট বাজারে পড়তেই ঘুম উড়েছে সব শিবিরের। মোদ্দা কথা পিকেই এবার বিহারের ভোটে এক্স ফ্যাক্টর। এখন প্রশ্ন, তিনি কি ক্ষমতায় আসতে পারবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অসম্ভবও নয়। উদাহরণ তো রয়েইছে, টিডিপি অথবা আম আদমি পার্টি। তাই আগামী কয়েকদিন এখন নজর থাকবে মগধভূমের দিকেই।

শব্দবাণ-৪১২

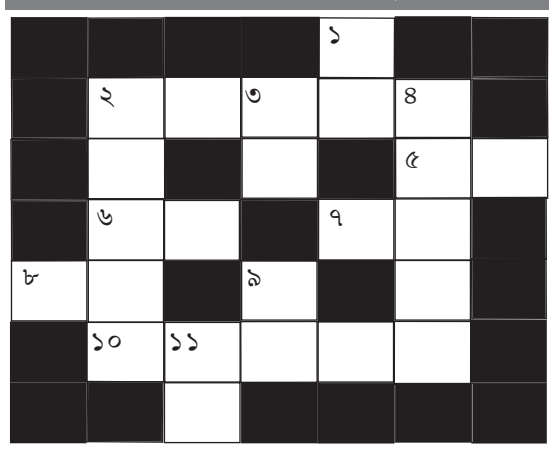

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নানান ও বিভিন্ন ৫. আনন্দ ৬. কৃত্তিকা নক্ষত্র ৭. চোঙ ৮. অধিকার, স্বত্ব ১০. সীতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অর্থ ২. সমস্তরকম, বহুবিধ ৩. কচ্ছপ ৪. এক বৈষ্ণবী নায়িকা ৯. দল,পাল ১১. বিনাশ, শেষ।

সমাধান: শব্দবাণ-৪১১

পাশাপাশি: ১. খাদক ৩. ভৈষজ ৫. সিতারা ৬. বন্ধুর ৭. বিরাট ৯. ধরন ১১. গহ্বর ১২. শহর।

উপর-নীচ: ১. খালাসি ২. কটোরা ৩. ভৈরব ৪. জঠর ৭. বিভাগ ৮. টক্কর ৯. ধনেশ ১০. নম্বর।

জন্মদিন

আজকের দিন

অশোককুমার

১৯১১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অশোককুমারের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় মেহতাব হোসেনের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হনুমা বিহারীর জন্মদিন।*

গান্ধীজির চশমার কাচেই স্বচ্ছ ভারত জেগে ওঠে

স্বপনকুমার মণ্ডল

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজি আজও সমান প্রাসঙ্গিক । শুধু তাই নয়, তাঁর আদর্শের মহত্ত্ব একালেও বিপুল জনপ্রিয়। সেখানে গান্ধীজির আদর্শকে পাথেয় করে 'গান্ধীগিরি'র আবেদন নানা ভাবে উঠে আসে,চর্চা হয়, বিতর্কও জমে ওঠে। এ সবই তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তার প্রভাব । তখন মনে হয়, গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা আজও কত প্রাসঙ্গিক ও তীব্র আবেদনক্ষম । শুধু তাই নয়, আদর্শ পথ হিসেবে অহিংসার সফল রূপায়ণে গান্ধীজির অবদান 'গান্ধীগিরি'তে সজীব ও সবুজ হয়ে ওঠে । যেন 'গান্ধীগিরি'তেই গান্ধীজির উজ্জ্বল উপস্থিতি প্রবহমান । অথচ তাতে গান্ধীজিও নেই, গান্ধীবাদও সুদূরপরাহত । আসলে ছদ্মবেশের মধ্যে নিজেকে আড়াল করা যায়,আত্মগোপন একেবারেই নয় । হিংসাদীর্ণ সমাজজীবনে গান্ধীজির অহিংসার আদর্শের মোড়কের অন্তরালে সংগোপনে থাকা হিংসার দাঁতনখ আড়াল করা যায় না । সেক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা নয়, তাঁর অস্তিত্বের বিকারই প্রকট হয়ে ওঠে। তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের আলোয় তাঁকে বরণ করা যত সহজ,ধারণ করা ততই কঠিন। গান্ধীজি ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠান থেকে আদর্শ । সেই আদর্শেই তাঁর প্রকাশ আকাশ হয়ে ওঠে । ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রভাবশালী জনপ্রিয় জননেতাই নন, সারা বিশ্বজুড়ে ভারতীয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ও আলোচিত ব্যক্তির নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী(১৮৬৯-১৯৪৮) । নিজের নামে নয় পদবিতেই তাঁর বিস্ময়কর পরিচিতি । সেক্ষেত্রে তাঁর অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তাই সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয় । অন্যদিকে জনগণের মনে মহাত্মার স্বীকৃতি তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধারই নামান্তর । এদেশের জনগণনন্দিত জননেতা স্বাভাবিক ভাবেই জাতির জনকের আসনে সমাসীন হয়েছেন। সেক্ষেত্রে পরাধীন ভারতবর্ষেই নয়, স্বাধীন ভারতেও গান্ধাজির অপরিসীম প্রভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক । আবার সেদিক থেকেই একদিকে তাঁর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত রাজনৈতিক বিরোধিতা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে, অন্যদিকে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁর প্রতি বিমুখতাও স্ববাকমূর্তি লাভ করেছে এবং নানাভাবে বিতর্কের পরিসরকে জিইয়ে রেখেছে যা আজও সমান সচল । সেক্ষেত্রে গান্ধীজির রাজনৈতিক আদর্শ ও সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমালোচনার মধ্যেই তাঁর প্রভাব যেমন প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে,তেমনই স্বাধীন ভারতে গ্রহণযোগ্যতার অভাববোধে তাঁকে অস্বীকার করার প্রবণতাও জেগে ওঠে । স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয়, তাঁর জীবন ও আদর্শ কংগ্রেসের দলীয় পরিসরেই ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনীতিতে তিনি যেভাবে আত্মত্যাগের মহিমায় ব্যবহৃত হয়ে থাকেন,সেভাবে প্রভাব জনজীবনে বিস্তার লাভ করেনি । সেখানে তাঁর মহত্ত্ব শ্রদ্ধাবনত করলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তাঁকে ধারণ করার পরিচয় মেলে না বললেই চলে। অন্যদিকে তাঁর স্বয়ংসেবক শিক্ষাদর্শও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে উপেক্ষিত । সমাজে অস্পৃশ্যতা আজও প্রবহমান । আবার সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরাও তাঁর হরিজন আন্দোলনে আস্থা খুঁজে পায়নি। সবদিক থেকেই গান্ধীজির মত ও পথের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে বলে মনে হতে পারে । তাঁর অহিংস আন্দোলনের পথ 'গান্ধীগিরি'তে এসে ঠেকেছে, আত্মসুখপরায়ণ দেশবাসীর কাছে তাঁর সত্যাগ্রহের চেয়ে সুখাগ্রহ উগ্র হয়ে উঠেছে, তাঁর আত্মনির্ভরতার আদর্শ শুধু তাঁর জন্মদিনে প্রতীকী চরকা কাটায় টিকে আছে মাত্র । স্বাভাবিক ভাবেই গান্ধীজির গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে বলে অনেকের ধারণা । আপাতভাবে ভোগসর্বস্ব আধুনিকতায় গান্ধীজির আদর্শ অচল ও তাঁর জীবনাদর্শ কল্পিত মনে হলেও বাস্তবে কি তাই ? একেবারেই না। সেক্ষেত্রে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বাস্তবতার অভাববোধে মতানৈক্য থেকে বিতর্কের পরিসর যেমন তাঁকে অমান্য করার প্রবণতায় ক্রমশ নিবিড় করে তুলেছে, তেমনই তাঁর গড়ে তোলা ব্যতিক্রমী জীবনাদর্শকে আত্মস্থ করার অক্ষমতা থেকে জীবিতকালেই অপ্রাসঙ্গিকতাবোধে অস্বীকারের প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার দ্বন্দ্বে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা অচিরেই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করে এবং সেই ধারা ক্রমশ বহমান।

আসলে আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের মহৎ আদর্শের সাধনায় গান্ধীজির স্বরচিত জীবন ও আদর্শ তাঁকে ক্রমশ উত্তরণের পথে সক্রিয় করেছিল। সেখানে তাঁর পথের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু স্বকীয় আদর্শে তিনি ছিলেন অবিচল ও অমলিন। স্মরণীয়, যেভাবে তাঁর জীবন উত্তরণের পথে সক্রিয় হয়েছিল,তা বাধাবিঘ্নপেরিয়ে বা প্রতিকূলতা জয় করার পথ নয়, রীতিমতো কঠোর থেকে কঠোরতর সাধনার শপথ । 'গান্ধী' কথাটির মানে 'বেনিয়া' বা 'বেনে'। সেদিক থেকে বংশগৌরব শিক্ষা ও সাধনায় আভিজাত্যপূর্ণ না হলেও ভোগবিলাসে বনেদি পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়েছিল । শুধু তাই নয়, গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে গান্ধীজি বেড়ে উঠেছেন । তাঁর মা ছিলেন নিষ্ঠাবতী ধর্মপ্রাণা, পূজার্চনায় তাঁর অখণ্ড মনোযোগ । তাঁর বাবা ছিলেন গুজরাটের পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ান। সেদিক থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি আর ভোগবিলাসে স্বাচ্ছন্দ্য সবই তাঁর ভবিষ্যতের সাধক জীবন গড়ার অন্তরায় । অভাব মানুষকে যত চিন্তায় কর্মে সক্রিয় করে,

প্রাচুর্য তেমন অলস ও কর্মবিমুখ গড়ে তোলে। অন্যদিকে ছাত্রজীবনেই তেরো বছর বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী কস্তুরবাও ছিল সুযোগ্যা সহধর্মিণী । সবদিকেই তাঁর আনুকূল্য তাঁর উত্তরণের সহায়ক ছিল না। অন্যদিকে পরিবারের জনৈক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে উনিশ বছর বয়সে (১৮৮৭-র সেপ্টেম্বর) বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। প্রায় চার বছর বাদে দেশে ফিরে এসে রাজকোটের আইন ব্যবসা শুরু করলেও অসফল হন তিনি। ইত্যবসরে পোরবন্দরের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে তাদের শাখা অফিসের মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য অনুরোধ আসে । ১৮৯৩-এর এপ্রিলে গান্ধীজি এক বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান এবং সেখানে তাঁকে ঘটনাপরম্পরায় বিশ বছরের বেশি সময় কাটাতে হয় । সেদেশে গান্ধীজির ঘটনাবহুল জীবনের অস্থিরতার মধ্যেই তাঁর পরিচিতি যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই নতুন জীবনের উত্তরণের পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । তাঁর সেই অসাধ্যসাধনে একদিকে পরহিতে আত্মত্যাগ ও স্বকীয় উত্তরণে আত্মসংযম একই সঙ্গে প্রবাহিত ।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশের ফেরার অনেক আগেই গান্ধীজি তাঁর জীবনাদর্শকে 'হিন্দ-স্বরাজ' (১৯০৯) বইয়ের মধ্যে মেলে ধরেন । বইটি ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রযাত্রায় দশ দিন ধরে গুজরাঠিতে লেখা । পরের বছর ১৯১০-এ তাঁর স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদে প্রকাশিত হয় । এই বইটি শুধু গান্ধীবাদের আকর গ্রন্থই নয়, বিদেশেও উচ্চ সমাদৃত । বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি পড়ানো হয় । ২০১৮-র ২ অক্টোবরে গান্ধীজির সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকায় উত্তরসম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয় শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দীপেশ চক্রবর্তী একটি নিবন্ধ। তাতে গান্ধীজির অপ্রাসঙ্গিকতার পাশাপাশি 'হিন্দ-স্বরাজ'-এর অপরিসীম গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন লেখক। অথচ সেখানে গান্ধীজির চিন্তাভাবনা কতখানি বাস্তবসম্মত তা নিয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ১৯৪৫-এ স্বয়ং জওহরলাল নেহরও যে গান্ধীজিকে পত্রালাপে তাঁর বইটিকে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব' বলেছেন, সেকথাও দীপেশ চক্রবর্তী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । অথচ বইটির বাস্তব ভিত্তি যে ছিল, তা ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে ১৯১০-এ বাজেয়াপ্ত হওয়াতেই স্পষ্ট ।

অন্যদিকে গান্ধীজি তাঁর বইটির বাস্তবতায় আজীবন বিশ্বাসী ছিলেন । তাঁর সেই মতাদর্শ ফলপ্রসূ করার জন্যই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন । সেখানে রাজনীতির মধ্যেই তাঁর জীনাদর্শ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক আদর্শ নয়, জীবনাদর্শই তাঁর কাছে আরাধ্য ছিল। এজন্য রাজনৈতিক দিক থেকে গান্ধীজির ত্রুটিবিচ্যুতি বিচার করলে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ভ্রান্তি বিভ্রান্তি চোখে পড়ে, সেইসঙ্গে তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে ভুল ধারণা বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি হয় । সেক্ষেত্রে তাঁর সত্যাগ্রহ শুধু রাজনৈতিক দিশা নয়, তা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শও, জীবনের দিশারি । নিজের অস্তিত্বকে অবিকৃত ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে উত্তরণে নিরন্তর উৎকর্ষমুখর অনুশীলন করে সত্যে পৌঁছানোর সত্যাগ্রহেই গান্ধীজির জীবন আবর্তিত হয়েছে । তাঁর আত্মজীবনী ঠত্র (tory of My Experience with TruthóS1925-29) -এ সেই সত্যযাপনের পরিচয় আপনাতেই প্রকাশমুখর। শুধু তাই নয়,'My life is my massage' তথা 'আমার জীবনী আমার বাণী' মূর্ত হয়ে ওঠে । গান্ধীজির গড়ে তোলা জীবনাদর্শে সেই আত্মনিয়ন্ত্রিত আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয় । সাঁইত্রিশ বছর বয়সেই গান্ধীজি তাঁর যৌনজীবন ত্যাগ করেন । অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৯১৫-তে সত্যাগ্রহের বিজয়তিলক ধারণ করে স্বদেশে ফিরে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হওয়ার পরিকল্পনায় শুধু রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়াই নয়, সমাজের আপামর মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধও জরুরি মনে করেছিলেন । স্বাভাবিক ভাবেই তাতে আইনব্যবসার পোশাকেই ইতি টানেননি, স্বাভাবিক পরিচ্ছেদও বাহুল্যবোধে ত্যাগ করেছেন । উনিশ শতকের বিদ্যাসাগরের পোশাকের চেয়েও বিশ শতকের গান্ধীজি আরও দীনহীন, 'অর্ধনগ্ন ফকির'। সেদিক থেকে বিষয়-আশয় থেকে তিনি যত মুক্ত হয়ে আমজনতার সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, তত তাঁর সত্যাগ্রহ আরও নিবিড়তা লাভ করেছে। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাঁকে আবার ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ তৈরি করেছে । তাঁর অহিংস আন্দোলনই সমকালে তীব্র সমালোচনার শিকার হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাঁর অপ্রতিশোধাত্মক চেতনা সাধারণের মনে রসিকতার খোরাক মনে হয় । সেখানে কেউ একগালে মারলে অন্য গাল পেতে দেওয়ায় উদারতা নয়, দুর্বলতা বোঝাটাই স্বাভাবিক । আসলে গান্ধীজির আদর্শ শক্তি প্রদর্শনে নেই, আত্মশক্তির বিস্তারেই প্রকাশ । সেখানে ভালবাসা ও করুণা দিয়ে জয় করার বার্তা বিঘোষিত। তার পরিবর্তে দোষী বা অপরাধীর বিরুদ্ধে জোর করে প্রেম প্রদর্শনের 'গান্ধীগিরি'তে গান্ধীজি নেই, গান্ধীবাদ তো দূরস্থান! এই 'গান্ধীগিরি' নেপথ্য ভালোবাসা নেই, করুণাও অচল । তাতে আছে শুধু গোপন ঈর্ষা ও তীব্র ঘৃণাবোধ, প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও । স্বাভাবিক 'গিরি'র প্রদর্শনে গান্ধীজিকে বরং অশ্রদ্ধা করা হয় । অন্যদিকে গান্ধীজির আদর্শ কল্পিত বলে এড়ানোও সহজ নয়, সম্ভবও নয় । বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেসের সবচেয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলটি গান্ধীজির তীব্র সমালোচনাকারী হিসেবেও পরিচিত । অথচ সরকারি কর্মকাণ্ডেও গান্ধীজির আদর্শ অত্যন্ত প্রকট । ২০১৪-এর ২ অক্টোবরের স্বচ্ছ ভারত অভিযান তো তাঁরই আদর্শে মোড়া। তাঁর চশমার দুই কাচে স্বচ্ছ ভারত জেগে ওঠে । শুধু তাই নয়, 'সবকা সাথ,সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'-এও গান্ধীজির কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সবার মঙ্গলচেতনা। আত্মনির্ভরশীল ভারতের মধ্যেও গান্ধীজির আদর্শ আমাদের হাতছানি দেয় । সেদিক থেকে আপাত ভাবে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতার অভাব মনে হলেও বাস্তবে তাঁর অস্তিত্বকেই আমরা বহন করে চলেছি। তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে বা প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্বকে সমালোচনা বা অস্বীকার করা যত সহজ, কিন্তু তাঁর আদর্শকে উপেক্ষা করা ততই কঠিন । তাঁর আদর্শ শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও দিশারি হয়ে চলেছে ।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার প্রাপ্তির প্রথমপর্বে কলকাতা মহানগরের নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্যকথা

নির্মল বিশ্বাস

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম পর্বে কলকাতা শহরের নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলেই প্থমে মনে পড়ে ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গ। আর ম্যালেরিয়া মানে মশা। অনেকদিন আগের কথা সবার মনে পড়বে কিনা জানি না, কলকাতা শহরের পুরনো হাসপাতাল পিজি, বর্তমান এস এস কে এম হাসপাতালের একটি ছোট ঘরে গবেষণা করেন। ১৮৯৮ সালে সার্জেন মেজর রোনাল্ড রস আবিষ্কার করেন ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হয় মশার মাধ্যমে।

এই আবিষ্কারের জন্য ডাঃ রোনাল্ড রস ১৯০২ সালে নোবেল পুরস্কার পান। এই কলকাতা শহরের School of Tropical Medicineé-এর গবেষণাগারে বাঙালি গবেষক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালা জ্বরের অব্যর্থ ওষুধ Euria stibamine আবিষ্কার করেন। এই রাজ্যেই অর্থাৎ দার্জিলিং জেলায় রয়েছে সিঙ্কোনা চাষের ক্ষেত।

ব্রিটিশরা মশার জন্মস্থান বদ্ধ জলাশয় সংস্কারে ব্রতী হয়েছিল। এই বাংলায় প্রতিটি শাখা পোস্ট অফিস থেকে চার আনায় (এক টাকা ও ষোল আনা) এক কৌটো কুইনাইন বড়ি বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরই এসেছে ব্যাপক মশা ধ্বংসের পরিকল্পনা।

১৯৫২ সালে আমরা কলকাতা ইন্টালি-পদ্মপুকুর কাছেই থার্টি ফাইভ/আর, কৃস্টফার রোড, কলকাত-১৪ তে থাকতাম। আমি তখন বেশ ছোট। খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। বাবা তখন আলিপুর পুলিশ লাইনে ছিলেন। প্রতি রবিবার ছুটির দিনে পুলিশ ব্যারাকে, কিচেনে, শৌচাগারে, ড্রেনে ডিডিটি ও ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো বাধ্যতামূলক ছিল। সেদিন বিকেলে হত প্যালুড্রিন প্যারেড, অর্থাৎ সমস্ত পুলিশ কর্মীদের প্যালুড্রিন বড়ি খেতে হত। রাতে মশারি টাঙানো বাধ্যতামূলক ছিল। এমন কি সিপাই, হাবিলদারদেরও মশারি সরবরাহ করা হত।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমাদের বাড়িতে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় বেড়াতে এলেন। পারিবারিক কুশল বিনিময়ের পর একথা-সেকথা বলার পর হঠাৎ তিনি বললেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র 'মশা মারছে'। পুরো বিষয়টা বুঝতে না পেরে বাবা ঠাট্টা মনে করলে তিনি বুঝিয়ে বলেন যে, 'মশা মারার জন্য সরকার একটা নতুন বিভাগ খুলেছে। সে বিভাগ তাঁর ছেলে চাকরি পেয়েছে।

একদিন সেই ছেলেটি পাঁচ-ছ'জনের একটি দল নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। পিঠে স্প্রে লাগনো বড় ক্যান, ডিডিটি ভর্তি। শৌচাগারে, বাথরুমে, বাড়ির আনাচে-কানাচে ডিডিটি ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর ওই বিভাগের একজন অফিসার এসে

খোঁজ-খবর নিলেন ডিডিটিতে কেমন কাজ হয়েছে। উনি আরও একদিন এলেন আলিপুর পুলিশ লাইনে।

তখন নিয়ম ছিল সপ্তাহে অন্তত একদিন সরকারি চাকুরে চৌকিদার ও প্রতিই থানায় হাজিরা দিতে হত। আজকের যুগে এ অধিকারে এই সরকারি চাকরির পদ ও প্রথা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বাম জমানায়। ম্যালেরিয়া নিবারণ বিভাগের অফিসার চৌকিদারদের জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের মহল্লায় প্রতিটি গ্রামে ডিডিটি ছড়ানো কর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা। 'না' উত্তর এলেই তিনি সেই সব গ্রামে ডিডিটি ছড়ানোর জন্য কর্মীদের পাঠাতেন। সে সময় শহর ও শহরতলীতেও একই প্রোগ্রাম ছিল। স্প্রে কর্মীরা চকখড়ি দিয়ে মূল ফটকের দরজায় বা দরজার পাশে তারিখ লিখে যেতেন। শহরবাসী বা গ্রামবাসীরা খুশি হতেন। তাঁদের দেওয়া ওষুধে শুধু মশা নয়, মাছি, টিকটিকি, আরশোলা, নেংটি ইদুর পর্যন্ত সাফ হয়ে যেত। সেই সময় কেন্দ্র ও রাজ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতেন যিনি ডাক্তার। সেসব নীতি উল্টে দেওয়া হয়েছে।

সে যাই হোক, সেদিন ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বিভাগের দক্ষতায় দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছিল। তবে আজ কেন ফিরে এল?

কলকাতা ও শহরতলীর আন্ত্রিক বা প্রচ্ছন্ন কলেরা রোগ সাংবাৎসরিক ব্যাপার। এ সম্পর্ক কলকাতা পুরসভা ও রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তাগণ মাঠে, ময়দানে, দূরদর্শনে, বেতারে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন। কিন্তু কেউই বলেননি যে, এই রোগের অন্যতম উৎস পথিপার্শস্থ বে-আইনি খাবারের দোকান ও হোটেল-রেস্টুরেন্টের দূষিত জল বা রাস্তার পাশে হকারদের কাটা ফল বিক্রি।

স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এই বে-আইনি কারবারে নীরব কেন ? ১৮৬৬ সালের কলকাতা ও শহরতলী পুলিশি আইনে, পৌরসভার আইনে এবং ১৯৫৪ সালে ভেজাল নিবারণ আইনে এইসব দোকান ও হোটেল বে-আইনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক যোগাযোগ এই ব্যবসার ফলাও প্রসার। হালে, W.H.O.–F.A.O এবং কলকাতার Institute of Higiene and Public Health-এর যোথ উদ্যোগে এর উপর এক সমীক্ষা হয়েছে, লালবাজারে মিটিং হয়েছে। কিন্তু এদের জানানো হয়নি যে, এই ব্যবসা সম্পূর্ণ বে-আইনি এবং পুলিশ বিনা ওয়ারেন্টে এই অপরাধীদের গ্রেফতারকরতে পারে। বরং এদেরকে নতুন করে লাইসেন্স দিয়ে বে-আইনি ব্যবসা আইনি করবার চলছে।

গত শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে তৎকালীন মেয়র এইসব হকারদের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আর যাঁরা লাইসেন্স দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চান তাঁরাই সেদিন মেয়রের বিরোধিতা করেছিলেন। সেদিনের বিরোধিতার যুক্তি আজকেও বর্তমান, ভবিষ্যতেও থাকবে।

আনন্দকথা

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নামমাহাত্ম্য গাইতেছেনঃ

"আমি দুর্গা দুর্গাবল মা যদি মরি।
আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।।

"আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলাম; বলেছিলাম, 'মা,এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাশুদ্ধি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।'

(ব্রাহ্মণভক্তদের প্রতি) — একটি রামপ্রসাদের গান শোন ঃ

"আয় মন, বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

১০২-এ কল করে অ্যাম্বুল্যান্সের পরিষেবা পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা, প্রসব করেই মৃত্যু প্রসূতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: ১০২ নম্বরে কল করে দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করেও এল না অ্যাম্বুলেন্স। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সন্তান প্রসব করেই মৃত্যু হল প্রসূতি মায়ের। জন্ম দিয়েই অকালে নিভে গেল ২৫ বছর বয়সি গৃহবধূর প্রাণ। ফারাক্কা ব্লক হাসপাতালে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন মৃতের আত্মীয় পরিজন। ঘটনার খবর পেয়ে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ফরাক্কার এসডিপিও শেখ সামসুদ্দিন বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। কী হয়েছিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রেফার করার পর টানা দেড় ঘণ্টা ধরে মরিয়া প্রচেষ্টা। ফোনের পর ফোন। তবুও মিলল না সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স! শেষমেশ নবজাতক সন্তানকে জন্ম দিয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন মা। হৃদয়বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার নবনির্মিত ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে। মৃত গৃহবধূর নাম জামিলা খাতুন (২৫)। তাঁর বাড়ি ফারাক্কার ইমামনগর গ্রামে। পরিবারের অভিযোগ, রবিবার সকালে প্রসব যন্ত্রণায় কাতর জামিলাকে ফারাক্কা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তিনি এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা দ্রুত তাঁকে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করেন। এরপর শুরু হয় অপেক্ষা। একবার নয়, বারবার ফোন করা হয় ১০২ নম্বরে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিসে। তবুও দেড় ঘণ্টা কেটে যায়, কিন্তু দেখা মেলেনি অ্যাম্বুল্যান্সের। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ পর নিজেদের উদ্যোগেই অর্জুনপুর হাসপাতাল থেকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে এসে ওই গৃহবধূকে জঙ্গিপুর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু না, অসহায় পরিবারের চোখের সামনেই মৃত্যু হয় জামিলা খাতুনের। নবজাতককে কোলে নিয়েই ভেঙে পড়েন স্বজনরা। মুহূর্তে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শুরু হয় ক্ষোভ। স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিস যদি সময়মতো না আসে, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? এটা সরাসরি প্রশাসনিক ব্যর্থতা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফারাক্কা থানার পুলিশ। অ্যাম্বুল্যান্স না আসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন ফারাক্কা ব্লক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিকে এক নবজাতক পৃথিবীর আলো দেখল ঠিকই, কিন্তু জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাকে হারাল। প্রশ্ন উঠছে, একটি ফোনকলের জবাব সময়মতো পেলে কী বাঁচানো যেত না এই গৃহবধূকে? স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, শুধু ফারাক্কা ব্লক নয়, সর্বত্রই ১০২ নম্বর অ্যাম্বুলেন্সের গাফিলতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবিলম্বে বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের গুরুত্ব সহকারে দেখার দাবি জানিয়েছেন আমজনতা। ফারাক্কা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার সারফ হোসেন বলেন, 'সঠিক সময়ে অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছলে হয়তো বাঁচানো যেত।' মৃতের আত্মীয় বরজাহান আলি বলেন, 'এটাই প্রথম নয়। এর আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। দায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের।'

রামকৃষ্ণ সেতুতে বাস চলাচলের অনুমতি না দিলে বাস ধর্মঘটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ফের বাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন বিভিন্ন বাস এসোসিয়েশনের কর্তারা। দিনে দিনে ক্ষতির পরিমান বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ছেন। এর পাশাপাশি মূল বিষয় হল রামকৃষ্ণ সেতুর কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে সেতুর ওপর দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ। এতে করে দূর পাল্লার বাসগুলি ব্রেক সার্ভিস করে চলছে। এতে করে ভীষণভাবে বাসের ক্ষতি হচ্ছে। তাদের বক্তব্য, সেতুর ওপর দিয়ে ১০ টনের বেশি ভারী যান চলবে না। কিন্তু একটি বাস ৯টন পর্যন্ত ভারী হতে পারে। তাহলে কেনো অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কেন হাইট বার খুলে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ পিডব্লিউডি, হুগলি ডিএম, আরামবাগ এস ডিও সহ পরিবহণ দপ্তরে বারবার চিঠি করেছেন বাস মালিক অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই আবেদন বা চিঠির উত্তর কেউ দেননি। প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় তারা দিনে দিনে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই আগামী ১৫ অক্টোবর এর মধ্যে কোন সমাধান সূত্র বা উত্তর না আসে তাহলে তারা ১৫ অক্টোবর থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস চলাচল বন্ধ করে দেবেন। আরামবাগ মহকুমা বাস মিনিবাস অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন, হুগলি ইস্টার্ন রিজিয়ন বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-সহ একাধিক সংগঠন বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আরামবাগের এই রামকৃষ্ণ সেতু দক্ষিণ বঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী সেতু। এই সেতু দিয়ে প্রায় সাত আটটি জেলার বাস চলাচল করে। আর বাস মালিকেরা বাধ্য হয়েছে বাস বন্ধ করছেন। রামকৃষ্ণ সেতু বন্ধ। এই বন্ধ প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে করে রেখেছে বলে অভিযোগ। পিডব্লিউডি-র চরম গাফিলতির জেরে রামকৃষ্ণ সেতুর কাজও ধীর গতিতে চলছে। আর তাতেই বাস বন্ধ। তবে বাস বন্ধ হলে লক্ষ লক্ষ নিত্যযাত্রী ব্যাপক নাজেহালের শিকার হবেন। অবিলম্বে প্রশাসন ও পিডব্লিউডি যথাযথ ব্যবস্থা নেয় তার দাবি তোলেন তারা। অথবা বিকল্প সেতু নির্মাণ করা হলেও বাস সার্ভিস চালু থাকবে। এই বিষয়ে হুগলি জেলা ইস্টার্ন রিজিয়ন বাস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গোলাম মুস্তফা, সম্পাদক গৌতম খোলের জানান, 'প্রশাসনের চরম উদাসীনতা আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলেছে। আর মানা যাচ্ছে না। তাই আগামী ১৫ অক্টোবর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস বন্ধ করে দেওয়া হবে।' বাস মিনিবাস অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা মধুমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরাও ওনাদের সিদ্ধান্তে রাজি। আমরাও জানিয়ে দিয়েছি কোন বাস চলবে না। হাইট বার খুলে দেওয়া হলে আমরা বাস চালাবো।'

জালনোট পাচারচক্রে গ্রেপ্তার মহিলা-সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: জাল নোট, হেরোইন পাচার চক্রে মহিলাদের অর্ন্তভুক্তি ক্রমশ বাড়ছে। কার্যত পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই মহিলাদের পাচার চক্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফরাক্কায় হেরোইনকাণ্ডে মহিলাকে গ্রেপ্তারের পর ফের জাল নোট পাচার চক্রে গ্রেপ্তার এক মহিলা। ধুলিয়ান কলাবাগান ঘাট থেকে শনিবার রাতে দুই লক্ষ টাকার ভারতীয় জালনোট উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় এক মহিলা সহ-দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের বড় সাফল্য। শনিবার গভীর রাতে ধুলিয়ান কলাবাগান ঘাট এলাকা থেকে দুই লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে এক মহিলা-সহ দু'জন। পুলিশ সূত্রের জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ফরিদা বিবি (৩৯) এবং তৈমুর শেখ (৪৫)। উভয়ের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত ১৮ মাইল এলাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, জালনোট নিয়ে ধুলিয়ান এলাকায় লেনদেনের প্রস্তুতি চলছে এমন খবর আসে পুলিশের কাছে। সেই খবরের ভিত্তিতে শনিবার রাতে ফাঁদ পেতে অভিযান চালায় জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ধুলিয়ান কলাবাগান ঘাট এলাকায় অভিযানে ধরা পড়ে দুই অভিযুক্ত। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৫০০ টাকার নোটে মোট দুই লক্ষ টাকার জালনোট। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মালদা সীমান্ত এলাকা থেকেই এই জালনোটগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তা স্থানীয় বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের। রবিবার সামসেরগঞ্জ থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন ফরাক্কা সাব ডিভিশনের এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন। তিনি জানান, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্ত চলছে এবং আরও কেউ এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি-না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবারই ধৃত দু'জনকে বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে বলে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে। জালনোট চক্রের পিছনে আরও বড় নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে কি-না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

রবিবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত জামিনবেড়িয়ার লোহাপট্টি সেবা সমিতির হলে সিঙ্গুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী ও প্রবীণদের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং পূর্ব বর্ধমানের সাংসদ ডা. শর্মিলা সরকার, হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক অরিন্দম গুঁই।

সন্ধ্যা নামলেই রাস্তায় যানজটের ছবি, ভোগান্তির যাত্রা জামুড়িয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: সন্ধ্যা নামলেই মাঝেমধ্যেই যানজটের ছবি লক্ষ্য করা যায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের চিচুড়িয়া মোড় থেকে খাস কেন্দা মোড় পর্যন্ত রাস্তায়। আর তাতেই ভোগান্তিতে পড়তে হয় সাধারণ মানুষজনকে। সেই ছবি আরও একবার প্রকাশ্যে এলো। প্রসঙ্গত, ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক খুবই ব্যস্ততম। নিত্যদিনই এই রাস্তায় যেন দুর্ঘটনা একটা স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একইসঙ্গে যানজটের সমস্যাও লক্ষ্য করা যায় মাঝেমধ্যে। আর এই যানজটের কারণে, দীর্ঘক্ষণ রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে যাত্রীবাহী বাস থেকে শুরু করে নিত্য পথ চলতি মানুষজন। অন্যদিকে, চিচুড়িয়া মোড় থেকে খাস কেন্দা মোড় পর্যন্ত রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থাও আঁটোসাঁটো নয়। যে কারণে কখনও এই রাস্তায় যানজট হলে, সেই সমস্যা নিবারণে দীর্ঘক্ষণ সময় লেগে যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে, আসানসোল সিউড়ি রুটের এক বাস যাত্রী এবং চিচুড়িয়া মোড়ের এক ফল ব্যবসায়ী জানান, চিচুড়িয়া মোড় থেকে খাস কেন্দা মোড় পর্যন্ত রাস্তায় বেশ কয়েকটি টার্নিং পয়েন্ট রয়েছে যেগুলিতে মাঝেমধ্যেই মালবাহী ওভারলোডেড গাড়ি থেকে শুরু করে বড় গাড়ি আটকে পড়ে। যে কারণেই এই যানজটের সমস্যা হয়। ওনারা আরও জানান, নিত্যদিন ট্রাফিক পুলিশ থাকে না। যে কারণে কখনো কখনো যানজট হয়ে গেলে সেই সমস্যা মিটতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তবে আগামী দিনে যানজটের সমস্যা থেকে কতটা সুরাহা মিলবে সেদিকেই তাকিয়ে নিত্যযাত্রীরা।

কুয়ো থেকে নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: দু'দিন ধরে নিখোঁজ থাকা ব্যক্তির দেহ ভেসে উঠল কুয়োর জলে। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়, তদন্তে রানিগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সকালে, এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের রোটিবাটি পঞ্চায়েতের হনুমান মন্দিরের কাছে বাউড়ি পাড়া সংলগ্ন একটি কুয়ো থেকে। কুয়োয় দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করলে স্থানীয়দের নজরে আসে বিষয়টি। তারপরই ওই কুয়োটির সামনে গেলে দেখা যায়, কুয়োর জলে ভাসছে একটি মৃতদেহ। ঘটনায় ক্ষণিকের মধ্যেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান এলাকার মানুষজন। খবর দেওয়া হয় রানিগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়িতে। নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে দমকলে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে দমকলের আধিকারিকরা পৌঁছালে স্থানীয় বাসিন্দা এবং দমকল কর্মীদের তৎপরতায় কুয়ো থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম, তপন বাদ্যকর, রোটিবাটি হনুমান মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। গত দু-তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। ঘটনাস্থল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে। মৃত তপন বাদ্যকরের ভাই স্বপন বাদ্যকর জানান, 'দাদা কয়েকদিন আগে বাড়ি ফিরেছে এবং তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর কোনও খোঁজ মেলেনি। তারপরই রবিবার সকালে হঠাৎ খবর মেলে কুয়োর মধ্যে একটি মৃতদেহ ভাসছে। ঘটনাস্থলে এসে দেখি ওই ভাসতে থাকা মৃতদেহটি আমার দাদা তপন বাদ্যকরের।'

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে আহত একাধিক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে আহত একাধিক যাত্রী, ছুটির সন্ধ্যায় বড়সড় দুর্ঘটনা। ছুটির সন্ধ্যায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল বর্ধমান রেলস্টেশনে। যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ১০ থেকে ১৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আহত সকলকেই তড়িঘড়ি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় পাঁচটা নাগাদ বর্ধমান স্টেশনের ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে হলদিবাড়িগামী একটি ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। একই সময়ে ৪ নম্বর লাইনে মেল ট্রেন এবং ৬ নম্বর লাইনে রামপুরহাটগামী ট্রেন ঢুকে পড়ে। একসঙ্গে তিন চারটে ট্রেন আসায় যাত্রীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই সময় অতিরিক্ত ভিড়ের ফলে পদপিষ্ট হয়ে পড়েন একাধিক যাত্রী। ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন চলাচলেও ব্যাঘাত ঘটে। রেল পুলিশ ও স্টেশন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান স্টেশনে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN : L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬ | ফ্যাক্স : +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেইল : share.dept@bata.com | ওয়েবসাইট : www.bata.in

ফিজিক্যাল শেয়ারের শেয়ার স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তির জন্য স্পেশাল উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখের ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে প্রাথমিকভাবে জমা দেওয়া শেয়ার স্থানান্তর অনুরোধগুলি পুনর্নথিভুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো চালু করেছে এবং নথি/প্রক্রিয়া/অন্যথায় ত্রুটির কারণে প্রত্যাখ্যাত/প্রত্যাবর্তিত/পরিপূরণ করা হয়নি। বিশেষ উইন্ডোটি **৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত** খোলা রয়েছে। যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তর অনুরোধগুলি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) - এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, ভিক্রোলি (পশ্চিম), মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৮৩-এর কাছে জমা দিতে পারেন।

স্থানান্তরের জন্য পুনর্নথিভুক্ত করা শেয়ারগুলি এই উইন্ডো চলাকালীন শুধুমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে।

সক্ষম নিবেশক - আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১০০ দিনের প্রচারণা

বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ ২৮ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ১০০ দিনের একটি প্রচারণা - ''সক্ষম নিবেশক'' শুরু করেছে, যার মাধ্যমে সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছানো যাবে যাদের লভ্যাংশ (গুলি) অপ্রদেয়/অদাবীকৃত রয়ে গেছে এবং যাদের গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) / অন্যান্য বিবরণ আপডেট করা হয়নি।

এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, কোম্পানির যেসব শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ (গুলি) অপরিশোধিত/অদাবীকৃত বা যাদের কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করা হয়নি, তাদের উপরে প্রদত্ত ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ-তে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বিকল্পভাবে, স্বাক্ষরিত নথিগুলি আরটিএ-এর আপডেট করা ইমেল আইডি - investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com-এ ইমেল করা যেতে পারে।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
নীতীন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : অক্টোবর ১১, ২০২৫

তৃণমূলের উদ্যোগে ফ্যাম কমিউনিটির সদস্যদের সংবর্ধনা গুসকরায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গুসকরা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রীর উদ্যোগে শহরের শাখা সংগঠনের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে আউশগ্রাম বিধানসভার গুসকরার শহরের ফ্যাম কমিউনিটির সদস্যদের সম্বর্ধনা দেওয়া হল। ২৬-এর মহাযুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচারের পাশাপাশি বিজেপির সর্বভারতীয় স্তরের আইটি সেলের মোকাবিলা করতে এখন থেকেই সাইবার সংগঠনকে ঢেলে সাজানো শুরু করে দিয়েছে ফ্যাম কমিউনিটি। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে তৃণমূলের এই সোশ্যাল মিডিয়ার সংগঠন। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ঝড় তুলতে তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছে তৃণমূলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা থেকে সকলেই। ফ্যামের সদস্যদের কর্মকাণ্ডকে আরো উৎসাহিত করতে গুসকরা শহর তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহরের সজন ফ্যাম সদস্যকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। দলের নেতৃত্বদের কাছে সম্বর্ধনা পেয়ে খুশি সদস্যরাও। শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মল্লিকা চোংদার জানান 'আমাদের এই লড়াইকে প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ফ্যামের সদস্যরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের এই পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানানোর জন্যই এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, সদস্যদের জন্য আগামী দিনে যে কোন রকম সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং বদ্ধপরিকর।

প্রমীলা সাহিত্য সংসারের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে প্রকাশিত প্রমীলা সাহিত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: তারা কেউ গৃহকর্ত্রী, কেউ স্কুল শিক্ষিকা আবার কেউ বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা, কিন্তু তাঁদের সকলের মিল একটা জায়গাতেই। তারা সবাই সাহিত্য প্রেমী। গুসকরা-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার সম মনোভাবাপন্ন সাহিত্যপ্রেমী প্রমীলা বাহিনী গঠন করে 'প্রমীলা সাহিত্য সংসার'। ঠিক এক বছর আগে তাদের পথচলা শুরু। বর্তমানে ২২ জন সদস্য শত ব্যস্ততার মাঝেও নিয়ম করে তারা সপ্তাহে অন্তত একবার সাহিত্যচর্চায় মেতে ওঠেন। রবিবার গুসকরা নেতাজি পল্লি কালীমন্দির প্রাঙ্গণে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রমীলা সাহিত্য সংসার নামে একটি সংগঠন। এদিন দূরদূরান্ত থেকে আসা লেখক লিখিকরা তাঁদের স্বরচিত কবিতা বা গল্প পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রকাশ পায় প্রমিলা সাহিত্য পত্রিকা। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক-সহ শিক্ষানুরাগী মানুষজন।

পথদুর্ঘটনা এড়াতে আগাছা পরিষ্কার কলেজপড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: সাবধানে গাড়ি চালান, জীবন বাঁচান। পথ দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের পক্ষ থেকে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান সম্বলিত পোস্টার ব্যানার সহযোগে নানান কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এবার পথ দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার পাশে থাকা আগাছা পরিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া। জানা গিয়েছে, বলগোনা থেকে গুসকরা একটি অন্যতম ব্যস্ততম রাজ্য সড়ক। রামচন্দ্রপুর থেকে দাউরাডাঙা প্রায় দু-কিলোমিটার রাস্তার দুপাশে বিষাক্ত পার্থ নিয়ম-সহ বিভিন্ন রকম আগাছায় পরিপূর্ণ। যার কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় পথযাত্রী-সহ গাড়ি চালকদের। এরকম ঘটনা পরখ করতেই রাস্তার দুপাশে আগাছা পরিষ্কার করানোর উদ্যোগ নিল বেশ কিছু কলেজ পড়ুয়া। সেই মোতাবেক রবিবার উক্ত এলাকায় রাস্থার দুপাশে প্রায় তিন থেকে চার ফুট সীমার মধ্যে থাকা সমস্ত ধরনের আগাছা পরিষ্কার করা হয়। স্থানীয় এলাকাবাসী-সহ পথযাত্রীদের অভিমত আগাছা পরিষ্কার হওয়ার ফলে চলাচল করতে সুবিধা হবে। অনেক সময় আগাছার ফলে মুখোমুখি ধাক্কা লেগে যাবার ভয় থেকে যায়। বেশ কয়েকবার এই পথেই মোটরসাইকেল-সহ অন্যান্য যানবাহন নিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা দেখা গেছে।

এসবিআই কাকদ্বীপ শাখা (০১৩১৯)
পো এবং থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন - ৭৪৩৩৪৭ (পশ্চিমবঙ্গ) ই-মেল - sbi.01319@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রী সরোজ কুমার জানা,** পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ জানা, **শ্রীমতি অনিমা জানা** স্বামী শ্রী সরোজ কুমার জানা, **উভয়ের ঠিকানা :** রথতলা, পো এবং থানা : কাকদ্বীপ,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭। **জামিনদাতা :** **শ্রী সুব্রত জানা,** পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ জানা, **শ্রী সমীর কুমার জানা,** পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ জানা, **উভয়ের ঠিকানা :** রথতলা, পো এবং থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন : ৭৪৩৩৪৭। **হোম লোন এ/সি -১১৩৪৯৫৪০৩৯২। শাখা : কাকদ্বীপ (০১৩১৯)।**	**মালিকানা : -শ্রী সরোজ কুমার জানা, পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ জানা, শ্রী সুব্রত জানা, পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ জানা, শ্রী সমীর কুমার জানা, পিতা প্রয়াত বিভূতি ভূষণ জানা।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ১০ শতক মৌজা : গণেশপুর, জেএল নং ১১, প্লট নং আরএস ১৯০৪ এবং ১৯০৫, খতিয়ান নং আরএস ১৪৯০, এলআর ৯৮৭২, ৯৮৭৩ এবং ৯৮৭৪, দলিল নং ১-৫২৩২-২০১৬ সালের, থানা কাকদ্বীপ , জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উত্তরে** : বিভূতি ভূষণ জানা। **দক্ষিণে :** সুবীর গিরি এবং অন্যান্য। **পূর্বে** : রাস্তা। **পশ্চিমে :** মনমোহন শীল।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৪.০৬.২০২৫ এনপিএ তারিখ ১৪.০৬.২০২৫	হোম লোন এ/সি ১১৩৪৯৫৪০৩৯২ ৯,৩০,৬৪৫ টাকা (নয় লাখ তিরিশ হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) ২৪.০৬.২০২৫ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৩.১০.২০২৫
স্থান - কাকদ্বীপ
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল! আক্রান্ত দুই তৃণমূল নেতা, অবরোধ-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আহত দুই তৃণমূল নেতাকে নিয়েই আক্রমণকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় শাসক দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা। রবিবার সকাল ১১টা থেকে এই বিক্ষোভ ও অবরোধের জেরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মোথাবাড়ি থানার রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবলা এলাকায়। ওই এলাকার মালদা মোথাবাড়ি রাজ্য সড়ক প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে অবোরুদ্ধ থাকে বলে অভিযোগ। অবরোধের জেরে গোটা এলাকায় যানজটের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। পুরো ঘটনার তদন্ত এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের প্রতিশ্রুতি মেলার পর অবরোধ বিক্ষোভ তুলে নেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার রাতে রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি বৈঠক চলাকালীন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান শামসুন নেহারের স্বামী সাগর আহমেদ ও তার দলবলের হামলার শিকার হন শাসকদলেরই স্থানীয় এলাকার দুই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী এবং ফেকু মোমিন (৪৮) এবং নাসির আহমেদ (৪৬)। ওইদিন মূলত তৃণমূল পরিচালিত রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের প্রতিনিধি হিসেবেই তাদের স্বামীরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। একইভাবে দলের পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিনিধি হিসেবেও ছিলেন তাঁর স্বামী সাগর আহমেদ। কিন্তু সেখানেও দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে বিবাদ চলে আসছিল বলে অভিযোগ। আর তারপরেই এমন ঘটনা ঘটে। এদিন অবরোধস্থলে আহত দুই তৃণমূল নেতা ফেকু মোমিন এবং নাসির আহমেদকে কার্যত অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় শুয়েই বিক্ষোভের শামিল করান স্থানীয় তৃণমূলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

আহত স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফেকু মোমিন, নাসির আহমেদ বলেন, 'ওইদিন পঞ্চায়েত অফিসে মিটিং ছিল। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২০ জন তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন মহিলা। প্রত্যেকের স্বামীরাই এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই পঞ্চায়েতের কাজ কর্মের অনিয়ম নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। আর তারপরে আচমকাই পঞ্চায়েত প্রধান শামসুন নেহারের স্বামী সাগর আহমেদ আমাদের ওপর চেয়ার ছুঁড়ে মারে। তার দেখাদেখি ওর অনুগামীরা আমাদের ওপর হামলা চালায়। ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপরই অসুস্থ হয়েই মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। এদিন মেডিক্যাল কলেজ থেকে ছুটি দিতেই এই বিক্ষোভ স্থানে এসেছি। অন্যায়ভাবে কেন আমাদের ওপর হামলা করা হলো তার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছি। পাশাপাশি পঞ্চায়েতের অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' যদিও এপ্রসঙ্গে সাগর আহমদের সঙ্গে কোনোভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। তার স্ত্রী তথা রথবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান শামসুন নেহারের বক্তব্য, 'যে অভিযোগ করা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং ওরাই আমার স্বামীর ওপর হামলা চালিয়েছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতেই গোলমাল বাঁধে। এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে এরকমভাবে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে।'

এদিকে রাজ্যের মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিনের গড়ে তৃণমূলের দুই দলের এমন গোলমালের ঘটনায় রীতিমতো রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে।' বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এরকম আরও অনেক ঘটনায় ঘটবে। আসলে ওদের পায়ের তলা থেকে এখন মাটি সরে যেতে বসেছে।' স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'বিজেপির অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। আর ওই দিন কি ঘটেছিল তাও জানি না। তবে দলকে সামনে রেখে কোনরকম অন্যায় মূলক আচরণ এবং বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। অবশ্যই সেটা নেতৃত্ব দেখবে।'

মমতার দেখানো পথেই রেল?

চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ রেললাইন পরিদর্শন রেলের

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন শিয়ালদা-হাসনাবাদ ডাবল লাইনের ঘোষণা করেছিলেন। কয়েক যুগ পর তাঁর দেখানো পথেই স্বপ্ন পূর্ণ হতে চলেছে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকার মানুষের। ডাবল লাইন হলে বহু বছরের চাহিদা পূরণ হবে কয়েক লক্ষ মানুষের। হাসনাবাদ-শিয়ালদা শাখার চাপা পুকুর স্টেশন থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেল লাইনের ডাবল লাইন করার সিদ্ধান্ত নিল রেল দপ্তর। সেই মতো রেল দপ্তরের আধিকারিকরা চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেললাইন এবং স্টেশনগুলি পরিদর্শন করলেন। ফলে আগামী দিনে ডাবল লাইন হওয়ার সম্ভাবনা আরও প্রবল হল। শিয়ালদা থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেললাইন বহুদিনের। রেলের উন্নতি ঘটেছে প্রচুর, কিন্তু চাপা পুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেললাইন সিঙ্গেলই রয়ে গেছে। যাত্রীরা এই সিঙ্গেল রেল লাইনকে ডবল লাইন করার দাবি জানিয়ে আসছেন বিগত কয়েক বছর ধরে। কিন্তু রেল দপ্তর এতদিন কর্ণপাত করেনি। এবার রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে এই চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত ডবল লাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেলের আধিকারিকরা পরিদর্শনে আসেন চাঁপাপুকুর থেকে হাসনাবাদ স্টেশন পর্যন্ত। রেল দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে খুশি এলাকার মানুষ। কারণ এইটুকু ডাবল লাইন হলে এই লাইনে ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে। ট্রেনের সময় লাগবে কম। আর এই কারনে খুশি এইসব এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ। কিন্তু এখনও অধরা হাসনাবাদ হিঙ্গলগঞ্জ হেমনগর রেল লাইনের কাজ এখনো শুরু হয়নি। ২০০৯ সালে তৃণমূলের প্রয়াত সংসদ শেখ হাজিনুরুল ইসলাম সংসদে এই কথা বলেছিলেন। রেল বাজেটও বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ এখনো শুরু হয়নি। সুন্দরবনের মানুষের স্বপ্ন রেল পথ তৈরি হোক। দেখেছিল স্বপ্ন তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার জন্য বহু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তা বাস্তবায়িত করেনি। তবে হাসনাবাদ শাখায় ডাবল লাইনের প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়াতে মানুষ নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

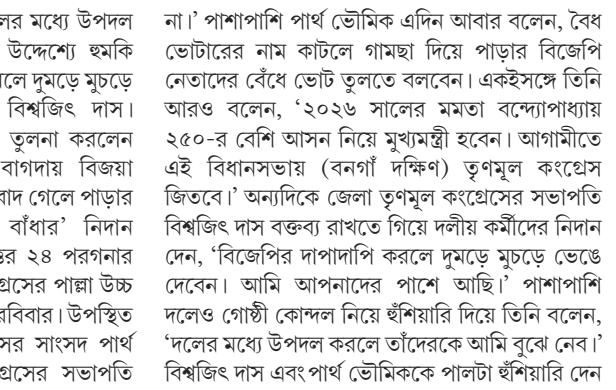

রিলস বানানোর নামে ব্ল্যাকমেল, ধর্ষণ, গ্রেপ্তার বাবা-ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: রিলস বানানোর নাম করে নাবালিকা ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণের অভিযোগ। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পক্সো আইনে গ্রেপ্তার বাবা ও ইউটিউবার ছেলে। ইউটিউবার বছর আঠেরোর সায়ন মণ্ডল এবং বছর ৪৮-এর বাবা অরবিন্দু মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার বাছরা মোহনপুর এলাকায়। অভিযোগ, বছর ১৫ নবম শ্রেণির ছাত্রীকে নাচ-গানের ভিডিও (রিলস) বানানোর নাম করে নোংরা ভিডিও বানিয়ে ছাত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে এলাকার নামকরা ফেসবুক ইউটিউবার সায়ন মণ্ডল। মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ওই ইউটিউবারের বিরুদ্ধে। নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে হাড়োয়া থানার পুলিশ পক্সো আইনে গ্রেপ্তার করেছে সায়নকে। এই বিখ্যাত ইউটিউবারের ফ্যান ফলোয়ার্স রয়েছে ৪৫ লক্ষ। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় নাচ-গান রিলস বানিয়ে জীবিকা অর্জন করে সে। বাড়ি হাড়োয়ায় বাছিরা মোহনপুর এলাকায়। সেই সূত্রে একই এলাকায় বাড়ি থাকায় ওই নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। তাকে নাচ গানের রিলস বানানোর নাম করে অশ্লীল ভিডিও বানিয়ে ব্ল্যাকমেল করে। চলতি মাসের ৭ অক্টোবর ওই নির্যাতিতা ছাত্রী তার মাকে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানায়। নির্যাতিতা ওই ছাত্রী জানায়, 'আমাকে রিলসক্রিয়েটর বানানোর নাম করে একবার অশ্লীল নোংরা ভিডিও তুলে রাখে তাদের মোবাইলে। এবং ভয় দেখায় সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দেবে। এরপর ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে। কেউ জোরপূর্বক, কেউ আবার মাথায় সিঁদুর তুলে দেয়। এমনকি সায়নের বাবা বছর ৪৮-এর অরবিন্দ মণ্ডলও নাবালিকাকে ধর্ষণ করে' বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে দু'জনকেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দু'জনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

পাচারের আগে উদ্ধার ব্রাউন সুগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পাচারের আগে উদ্ধার ব্রাউন সুগার। ঘটনায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক একজন। ধৃতকে আদালতে তোলার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত দোমুঠা ফরিদপুর এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম আবু তাহের মিয়া (৩৭)। ওই যুবককে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী দোমুঠা ফরিদপুর এলাকায় সন্দেহভাজন অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় বিএসএফের। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই উঠে আসে ব্রাউন সুগারের বিষয়টি। বিএসএফ-এর জেরায় আবু তাহের স্বীকার করে নেয় তার কাছে রয়েছে ব্রাউন সুগার। এরপরই তাকে আটক করে বিএসএফ এবং তার কাছ থেকে প্রায় ৪০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। ব্রাউন সুগারগুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলেই প্রাথমিকভাবে অনুমান বিএসএফ-এর। ৯১ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ-এর তরফে ওই ব্যক্তিকে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। ধৃতকে রবিবার বুনিয়াদপুরে অবস্থিত গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও বিএসএফের তরফে।

দলের মধ্যে উপদল করলে বুঝে নেব, কর্মীদের হুঁশিয়ারি বিশ্বজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: 'দলের মধ্যে উপদল করলে বুঝে নেব।' দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুমকি বিশ্বজিৎ দাসের। বিজেপি দাপাদাপি করলে দুমড়ে মুচড়ে দেওয়ার নিদান দিলেন কর্মীদের বিশ্বজিৎ দাস। পাশাপাশি বিজেপিকে অসুরের সঙ্গে তুলনা করলেন পার্থ ভৌমিক। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাগদায় বিজয়া সম্মেলনে থেকে 'বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে পাড়ার বিজেপি নেতাদের গামছা দিয়ে বাঁধার' নিদান দিয়েছিলেন পার্থ ভৌমিক। এবার উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্লা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনী ছিল রবিবার। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্থ ভৌমিক বলেন, 'বিজেপি নেতারা চার বছর পরে এই বছর দিল্লি থেকে দুর্গাপুজোয় এসেছিলেন। কারণ আগামী বছর ভোট। মা দুর্গাকে বলছেন মা জিতিয়ে দাও।' একই সঙ্গে তাঁর কটাক্ষ-সংযোজন, 'অসুরের সঙ্গে মা দুর্গা থাকে না।' পাশাপাশি পার্থ ভৌমিক এদিন আবার বলেন, বৈধ ভোটারের নাম কাটলে গামছা দিয়ে পাড়ার বিজেপি নেতাদের বেঁধে ভোট তুলতে বলবেন। একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, '২০২৬ সালের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০-র বেশি আসন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হবেন। আগামীতে এই বিধানসভায় (বনগাঁ দক্ষিণ) তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে।' অন্যদিকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের নিদান দেন, 'বিজেপির দাপাদাপি করলে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দেবেন। আমি আপনাদের পাশে আছি।' পাশাপাশি দলেও গোষ্ঠী কোন্দল নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'দলের মধ্যে উপদল করলে তাঁদেরকে আমি বুঝে নেব।' বিশ্বজিৎ দাস এবং পার্থ ভৌমিককে পালটা হুঁশিয়ারি দেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বলেন, 'দলদাস পুলিশকে সরিয়ে দিন। আমরা এক দিনেই তৃণমূলকে সাফ করে দেব। আপনারা ২০২৬-এর পরে পালাবার রাস্তা শুরু করবেন তাই আগে থেকে রাস্তা মাপা শুরু করুন।'

আলিপুরে অভিন্নতে বিজয়া সম্মিলনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রবিবার বিকেলে জঙ্গলমহল উদ্যোগ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা প্রশাসন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারের সামনে গড়ে ওঠা জেল আবাসিকদের তৈরি জিনিসপত্রের বিক্রয় কেন্দ্র অভিন্নতে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল। বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে জঙ্গলমহল উদ্যোগের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা থাকার সদস্যদের পাশাপাশি এদিন মহিলা সংশোধনাগারের আবাসিকদের একাংশ যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন এই সংশোধনাগারের জেলার ও অন্যান্য আধিকারিকরা। জঙ্গলমহল উদ্যোগের পক্ষ থেকে সভাপতি সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ব্রত বেরা-সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সম্মিলনীতে প্রীতি বিনিময়-সহ উপস্থিত সবাইকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। বিভিন্ন শিল্পীরা জঙ্গলমহলের গান পরিবেশন করেন।

হবিবপুরে নয়ানজুলিতে উলটে গেল যাত্রীবাহী বাস, মৃত ১, জখম ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কের ধারের নয়নজুলিতে উলটে পড়ল একটি বেসরকারি বাস। আর এই ঘটনায় মৃত্যু হল এক যাত্রীর। জখম হয়েছেন ওই বাসের আরও ১১ জন যাত্রী। তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী গ্রামীণ হাসপাতাল এবং মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে, হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীমোড় এলাকার মালদা- নালাগোলা রাজ্য সড়কে। এই পথ দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার রাজ্য সড়কে দীর্ঘ যানজটের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে ক্রেনের মাধ্যমে নয়ানজুলি থেকে তোলার ব্যবস্থা করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম হেলপাররনি বর্মন (২৮)। তাঁর বাড়ি বামন গোলা ব্লকের নালাগোলা এলাকায়। এদিন নালাগোলা থেকে মালদা শহরের দিকে আসছিল বেসরকারি ওই বাসটি। বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতে দেবীমোর এলাকায় আচমকায় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়নজুলিতে উল্টে পড়ে। এরপরে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বাসের জানালার কাঁচ ভেঙেই আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ক্রেন দিয়ে বাসটি তোলার পর ওই নয়নজুলি থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার আগেই ওই বাসে থাকা প্রায় ১১ জন যাত্রীকে স্থানীয়দের সহযোগিতা নিয়ে উদ্ধার করা হয় এবং তাদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। এদিকেই এই পথ দুর্ঘটনার বিষয়টি জানতে পেরে ও এলাকায় পৌঁছায় হবিবপুরের বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

উত্তরপাড়ায় জেলা কংগ্রেসের স্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: 'ভোট চোর, গদি ছোড়। বিজেপি হটাও, দেশ বাঁচাও' এই স্লোগান নিয়ে অল ইন্ডিয়া জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিড়লা মোড়ে হুগলি জেলা কংগ্রেস ও কিষাণ কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে চলে কর্মসূচি স্বাক্ষর সংগ্রহ। এই কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় এবং মানুষকে বলা হয় 'ভোটার লিস্টে কোনভাবেই যাতে নাম বাদ না যায়, সেটা অবশ্যই আপনারা দেখুন।' এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা ১ কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখার্জি, প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সুপ্রিয় ভট্টাচার্য, রাজ্য কিষাণ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দেব, উত্তরপাড়া টাউন কিষাণ কংগ্রেস সভাপতি মিলন চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেস নেতা সুবীর মুখার্জি, উৎপল চক্রবর্তী, প্রাক্তন টাউন কংগ্রেস সভাপতি মৃণাল দাস-সহ নেতৃবৃন্দ রবিবার বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে বক্তারা বক্তব্য রাখেন। এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলা ১ কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত মুখার্জি বলেন, 'সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে আমাদের এই স্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি চলছে। যেভাবে ভোট চুরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতে হবে, যাতে ভোটার লিস্ট থেকে কারওর নাম বাদ না যায়। সেটা মনে রাখতে হবে যেটা রাহুল গান্ধি ধরেছেন। এবং তাঁর নির্দেশে ভারতবর্ষব্যাপি চলছে এই কর্মসূচি। দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে তার জবাব দেবে জনগণ সেটা যদি আর না পারে তার জন্যই চলছে এই কর্মসূচি।'

গণধর্ষণ ইস্যুতে অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর শোভাপুর মেডিক্যাল পড়ুয়ার গণধর্ষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নামল বিজেপি। রবিবার বিকেলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই-এর নেতৃত্বে আসানসোল থেকে বর্ধমানগামী ১৯ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিজেপি। পাশাপাশি টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিক্ষোভের জেরে প্রায় ১ ঘণ্টা ব্যাহত হয় যান চলাচল। শেষে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয় এবং বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই সহ বিজেপি কর্মীদের আটক করে দুর্গাপুর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: জঙ্গলে গাছের ডাল থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসার দু-নম্বর কলোনি এলাকায়। যদিও ওই যুবকের নাম পরিচয় পাওয়া যায় নি। রবিবার সকালে এলাকার বাসিন্দারা জঙ্গলে ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তি এলাকার কেউ না। হয়তো বাইরে থেকে এসে জঙ্গলের মধ্যে আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এখন খুন না আত্মহত্যা তার তদন্ত শুরু করার পাশাপাশি মৃতের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

কালীপুরের প্রাচীন দয়াময়ী কালীকে বর্ধমানের রাজার থেকে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন দুই ব্রহ্মচারী

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

আরামবাগ মহকুমার অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো হল আরামবাগের কালীপুরের বড়ো মা তথা দয়াময়ী মা কালীর পুজো। এই বড়ো মা কালীর প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র নানা ঘটনা লুকিয়ে আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে এই বড়ো মা কালীর প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময় আরামবাগের বদলে জাহানাবাদ নামে একটি জনপদ দ্বারকেশ্বর নদীরপাড়ে গড়ে উঠেছিল। চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা ছোট জনপদ। মাঝখান দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদী বয়ে চলেছে। জানা যায়, বর্ধমানের রাজা প্রতিষ্ঠিত এই দয়াময়ী বড়ো মা কালী বর্ধমানে ছিল। স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজারাম ব্রহ্মচারী এবং সদারাম ব্রহ্মচারী নামে দুই সিদ্ধ পুরুষ বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে এই বড় মাকে কাঁধে করে দ্বারকেশ্বর নদী পেড়িয়ে নিয়ে এসে নদী পাড়ের জঙ্গল ঘেরা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন। জাহানাবাদ জনপদে প্রতিষ্ঠিত হয় বড়ো মার। এই বড়ো মা কালীর নাম অনুসারে দ্বারকেশ্বর নদী পাড়ের ওই ছোট জনপদের নাম হল কালীপুর। এমনটাই জানালেন মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত ঠাকুর। তিনি আরও জানান, বড় মায়ের এই পুজোটি বছরে তিনবার হয়ে থাকে। একবার পুজো হয় কার্তিক মাসের অমাবস্যাতে, দ্বিতীয়বার হয় মকর সংক্রান্তি দিন এবং সেই দিন মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। এবং তৃতীয়বার পুজোটি হয় আরামবাগ রক্ষা কালী মায়ের বারোয়ারি পুজোর সময়। সিদ্ধ পুরুষ রাজারামপুর ব্রহ্মচারী এবং সদরাম ব্রহ্মচারীর দাঁতন থেকে একটা নিম গাছের সৃষ্টি হয়। সেই নিম গাছের নিচেই দুই ব্রহ্মচারীর সমাধি এখনও জ্বলজ্বল করছে। বট ও নিম গাছের নীচে রয়েছে দেবাদিদেব মহাদেবের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নিয়ম করে এখনও নিত্যদিন দেবাদিদেব মহেশ্বর ও দুই ব্রহ্মচারীর পুজো হয়। পাশাপাশি বড়ো মা কালীও নিত্যদিন পুজোপাঠ করেন পুরোহিত ঠাকুর। বড় মায়ের এই মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষেরা আসেন মায়ের স্নান জল খেতে। সমস্যার সমাধানে মানত করেন বহু মানুষ। তাদের দুরারোগ্য ব্যাধী নাকি ভালো হয়। নিত্যদিন তাই বহু ভক্তের সমাগম হয় আরামবাগের কালীপুরের এই বড়ো মা কালীর মন্দিরে। এই বিষয়ে মা কালীর মন্দিরে আসা এক গৃহবধূ বলেন, 'নিত্যদিন বহু দূরদুরান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের মন্দিরে আসেন। তাদের মনস্কামনা পুরোন হয়। মায়ের আশীর্বাদে আমি খুবই উপকৃত।' সবমিলিয়ে আরামবাগের ওপর দিয়ে প্রভাবিত দ্বারকেশ্বর নদীরপাড়ে কালীপুর জনপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন জাগ্রত বড়ো মা কালির মন্দির।

ভারতের মূল পরিচয় তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনায় নিহিত: যোগী আদিত্যনাথ

গাজিপুর, ১২ অক্টোবর: উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন যে, ভারতের মূল পরিচয় তার আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে নিহিত এবং তিনি জোর দিয়ে এ-ও বলেছেন যে, নাগরিকরা যদি নিষ্ঠাবান এবং জাতীয়ভাবে সচেতন থাকে, তবে কোনও শক্তিই দেশকে বিশ্বনেতা হতে বাধা দিতে পারবে না। গাজিপুরের সিদ্ধপীঠ শ্রী হাতিরাম মঠে জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতি বিষয়ক প্রবুদ্ধজন সংবাদ সঙ্গমে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আদিত্যনাথ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য, মন্দির এবং আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরেন।

তিনি অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের প্রশংসা করে এটিকে ধর্মীয় প্রতীকের চেয়েও বেশি কিছু বলে বর্ণনা করেন। বলেন, এটি ভারতের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানের একটি আলোকবর্তিকা। সনাতন ধর্মের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা কখনও বলিনি যে যারা মন্দিরে যান তারাই কেবল হিন্দু এবং যারা যান না তারা হিন্দু নন। আমাদের ঐতিহ্য সকলকে আলিঙ্গন করে।' আদিত্যনাথ বলেন, বিশ্ব সম্প্রদায় এখনও আধ্যাত্মিক কর্তব্য এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে লড়াই করছে, যদিও ভারতের ঐতিহ্য কখনও কঠোর উপাসনা আরোপ করেনি।

যোগী তাঁর ভাষণে ২০২০ সালে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে ২০২৪ সালে ভগবান রামের মূর্তির পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত যাত্রাকে দেশের ঐক্য, বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার এক শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রামায়ণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অযোধ্যায় চলমান বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্যোগের বিবরণও ভাগ করে নিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে মহর্ষি বাল্মীকির নামে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামকরণ, মন্দির চত্বরে সপ্তর্ষি এবং কবি-সন্ত তুলসীদাসের মূর্তি স্থাপন, জটায়ুর একটি মূর্তি স্থাপন এবং নিষাদরাজের সম্মানে বিশ্রাম কেন্দ্র তৈরি করা, যিনি ভগবান রামের নির্বাসনের সময় তাকে সাহায্য করেছিলেন।

আদিত্যনাথ বলেন যে, মন্দির এবং মঠগুলি কেবল উপাসনালয় হিসেবেই নয়, বরং সামাজিক সম্প্রীতি এবং জাতীয় ঐক্যকে উৎসাহিত করে এমন প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যখন জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তখন এই কেন্দ্রগুলি ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজ করে। তিনি বলেন, 'ইতিহাস দেখায় যে বিভাজন একটি জাতিকে দুর্বল করে, অন্যদিকে ঐক্য তাকে শক্তিশালী করে।' অনুষ্ঠান চলাকালীন আদিত্যনাথ বীর আবদুল হামিদ এবং মহাবীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্ত রাম উগ্রহ পান্ডে-সহ শহিদ সৈন্যদের পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি গাজিপুরের দীর্ঘস্থায়ী সামরিক সেবার ঐতিহ্যের প্রশংসা করেন, বিশেষ করে গহমার গ্রামের, যা দেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য তৈরি করেছে। মুখ্যমন্ত্রী এই অঞ্চলের জন্য তাঁর সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত শিক্ষা বৃদ্ধি, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী স্থান সংস্কার এবং গাজিপুরকে পর্যটন ও আধ্যাত্মিকতার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা।

উত্তর প্রদেশে নাবালিকাকে গণধর্ষণে পায়ে গুলি চালিয়ে গ্রেপ্তার দুষ্কৃতীদের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: ফের উত্তর প্রদেশে গণধর্ষণের অভিযোগ। এক দলিত নাবালিকা ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই ছাত্রীর এক বন্ধুকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত পাঁচ জনের মধ্যে চার জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে রবিবার জানিয়েছে পুলিশ।

গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের ধরার জন্য একাধিক টিম গঠন করা হয়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয় দু'জনকে। ওই ঘটনায় অন্য অভিযুক্তরা হরনোই স্টেশনের কাছে আছে বলে জানার পরেই শনিবার রাতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সেখানে যেতেই মোটরসাইকেলে পালিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে দু'জন। তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলেও অভিযোগ। ফলে পালটা গুলি চালায় পুলিশ। এক অভিযুক্তের পায়ে গুলি লাগে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি বেআইনি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। অন্য জন পলাতক। তার খোঁজ চলছে। অন্য একটি এলাকা থেকে আর এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার এই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে সেখানকার বানথারা এলাকায়। ১৭ বছর বয়সি ওই ছাত্রী একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। শনিবার দুপুর ১২টা নাগাদ, এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিল সে। এক বন্ধুর মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিল ওই ছাত্রী। বানথারা এলাকার একটি পেট্রল পাম্পের কাছে ওই মেয়েটি তার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়েই পাঁচ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাদের কাছে আসে। তারা ওই ছাত্রীর বন্ধুকে মারধর করে। ওই বন্ধু এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। এর পর তারা ওই দলিত ছাত্রীকে ধর্ষণ করে বলেওঅভিযোগ।

লখনউয়ের বানথারার গণধর্ষণের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) জাতীয় সভাপতি মায়াবতী। তিনি সরকারকে এই ঘটনার তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। রবিবার বিএসপি প্রধান মায়াবতী জানান, লখনউয়ের বানথারা এলাকায় এক কিশোরীর গণধর্ষণের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক। উত্তর প্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ধর্ষণ ও হত্যার পাশাপাশি নারীদের হয়রানির ঘটনাও অব্যাহত রয়েছে। এটি প্রতিরোধ করতে সরকারের জরুরিভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। নারীদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম মহিলা ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার পেল বিএসএফ

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: ৫৬ বছরের 'অচলায়তন' ভাঙল বিএসএফ। এই প্রথমবার বিএসএফের বিমান শাখার ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে নিয়োগ করা হল কোনও মহিলাকে। সম্প্রতি এই বিভাগে যোগ দিয়েছেন ৫ জন। সমস্ত যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর এই পদে নিযুক্ত হলেন ভাবনা চৌধুরী।

১৯৬৯ সাল থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিমান চলাচল ইউনিট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে বিএসএফকে। বিএসএফই দেশের সমস্ত আধাসেনা, এনএসজি এবং এনডিআরএফের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। তবে এই ইউনিট গঠিত হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিভাগে কোনও মহিলাকে নিয়োগ করা হয়নি। অবশেষে সরে গেল সেই জগদ্দল পাথর। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিএসএফের তরফে এই বিষয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। এবং ভাবনার নিয়োগের একাধিক ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ভাবনার হাতে নিয়োগপত্র ও ফ্লাইং ব্যাচ পরিয়ে দিচ্ছেন বিএসএফের ডিজি দিলজিৎ সিং চৌধুরী।

এই বিষয়ে বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, নবনিযুক্ত এই এই ৫ জন বিএসএফের বিমান শাখায় প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষিত ছিলেন। সম্প্রতি দু'মাসের দীর্ঘ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন তাঁরা। গত অগস্ট থেকে দু'মাসের এই প্রশিক্ষণে ১৩০ ঘণ্টা কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই ৫ জনের। পঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্যে বন পরিস্থিতিতে এই বিভাগে কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁদের।

অপারেশন ব্লু স্টারে ইন্দিরাকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়: সিরসা

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে বলেছেন যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে অপারেশন ব্লু স্টারের জন্য নির্দোষ বলা যাবে না। তিনি বলেছেন যে, শিখদের পবিত্র স্থানে হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন ইন্দিরা। শিখ সম্প্রদায় তাঁকে কখনই ক্ষমা করবে না।

মন্ত্রী সিরসা বলেন যে, পি. চিদাম্বরমের মতো বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতারা যখন স্বীকার করেন যে অপারেশন ব্লু স্টার 'ভুল উপায়' ছিল, তখন এটি কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ভুলকেই প্রকাশ করে। এটি শিখ সম্প্রদায়কে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধিকে পি. চিদাম্বরমের নির্দোষ প্রমাণের প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। মন্ত্রী সিরসা এও বলেন যে, শিখদের পবিত্র ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরকে অপবিত্র করার নির্দেশ দেওয়ার নৈতিক ও সাংবিধানিক দায় সেই সময়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের।

উল্লেখ্য, শনিবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বলেন, অপারেশন ব্লু স্টার ভুল ছিল। সেই ভুলের মূল্য জীবন দিয়ে চোকাতে হয়েছে ইন্দিরা গান্ধিকে। কিন্তু প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এ-ও বলেছেন, সেই ভুল ইন্দিরার একার ছিল না। সেটা ছিল সেনা-গোয়েন্দাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। ইন্দিরার হত্যা নিয়ে এক বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে গিয়ে শনিবার চিদম্বরম বলেন, 'এখানে অনেকেই প্রাক্তন সেনা কর্তা আছে। তাঁদের কোনওরকম আঘাত না করেই আমি বলতে চাই, অপারেশন ব্লু স্টার ভুল ছিল। ওই ভাবে স্বর্ণমন্দির উদ্ধার করার পরিকল্পনা একেবারেই ঠিক হয়নি। পরে আমরা দেখেছি সেনাকে বাইরে রেখেও স্বর্ণমন্দির উদ্ধার করা গিয়েছে।' চিদম্বরমের মতে, 'ব্লু স্টার ভুল ছিল। সেটা ইন্দিরা গান্ধির নির্দেশে হয়েছিল বটে। তবে সেই সিদ্ধান্তটা ইন্দিরার একার ছিল না। সেনা-পুলিশ-গোয়েন্দা বিভাগ সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল।'

বিহারে এনডিএর আসন রফা চূড়ান্ত

পটনা, ১২ অক্টোবর: বিহারে আসন সমঝোতা নিয়ে ইন্ডিয়া জোটে টানাপোড়েন তুঙ্গে, তখন উলটো দিকে আসন রফা চূড়ান্ত করে ফেলল এনডিএ। স্থির হয়েছে, ২৪৩ আসনের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও জেডিইউ ১০১টি করে আসনে লড়বে। চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি ২৯টি আসনে প্রার্থী দেবে। ছ'টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আরএলএম ও হাম।

অন্য দিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি জম্মু ও কাশ্মীর থেকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে। রবিবার প্রকাশিত তালিকায় তিনজন প্রার্থীর নাম রয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যসভা নির্বাচনে বিজেপির তরফে লড়তে চলেছেন গুলাম মহম্মদ মীর, রাকেশ মহাজন ও সৎপাল শর্মা। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীর বিজেপির এক্স হ্যান্ডলে প্রার্থীদের নামের তালিকা পোস্ট করা হয়েছে।

বেঙ্গালুরু-চেন্নাই জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ৪

বেঙ্গালুরু, ১২ অক্টোবর: রবিবার বেঙ্গালুরু-চেন্নাই জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। হোসুরের কাছে দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে হোসুর থেকে কৃষ্ণগিরির দিকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেরান্ডাপল্লি বনাঞ্চলের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটি ধাক্কা খায়। গাড়ির পেছনে আসা একটি লরিও ওই দু'টি গাড়িতে ধাক্কা মারে, ফলে একের পর এক কয়েকটি গাড়ি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে সংঘর্ষ, নিহত ১২ পাক সেনা

কাবুল, ১২ অক্টোবর: পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘর্ষের উত্তাপ ক্রমেই চড়ছে। শনিবার রাতে পাকিস্তানে হামলা চালায় আফগানিস্তানের তালিবান নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী। শনিবার আফগান সেনার তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, কাবুলে পাকিস্তানি আগ্রাসনের জবাবে তালিবানশাসিত বাহিনী পাকিস্তানে পালটা হামলা চালিয়েছে। সীমান্তের বহু জায়গায় পাকিস্তানের সেনার সঙ্গে আফগান সেনার সংঘর্ষ চলছে। পরে তালিবানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র দাবি করেন, তাঁদের অভিযান সফল হয়েছে। ফের পাক আগ্রাসন দেখা গেলে তার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, সেই হামলায় পাকিস্তানের কমপক্ষে ১২ জন সেনা নিহত হয়েছেন। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকজন সেনা আহতও হয়েছেন। তবে সেই সময়ে শুধু পাকিস্তানের সেনা নিহত হয়েছেন তাই নয়, আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাবি, তালিবান নেতৃত্বাধীন বাহিনী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একাধিক সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছে। এর মধ্যে কুনার এবং হেলমন্দ প্রদেশের এলাকাগুলি রয়েছে। সূত্রের খবর, বাহরামচা জেলার শাকিজ, বিবি জানি এবং সালেহান এলাকা-সহ পাকতিয়ার আরয়ুব জাজি জেলায় গুলির লড়াই হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে পর পর বিস্ফোরণে কাবুল কেঁপে উঠেছিল। আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের দাবি, পাক এয়ারফোর্সের যুদ্ধবিমান আকাশসীমা লঙ্ঘন করে কাবুলে বোমা ফেলেছে। এ ছাড়া পাক-আফগান সীমান্তবর্তী পাটিকা প্রদেশেও বোমা পড়েছে বলে দাবি আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের। এর পরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার তাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলে। আর তার পরেই শনিবার পালটা হামলা চালায় আফগানিস্তান।

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তে ক্রমবর্ধমান এই উত্তেজনার মধ্যে আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বলেছেন যে, আফগানিস্তান শান্তি চায়। কিন্তু তারা সীমান্ত এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কোনও আপস করবে না। কাতার এবং সৌদি আরবের মধ্যস্থতায় আফগান পক্ষ বর্তমানে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, কিন্তু পাকিস্তান যদি শান্তিতে রাজি না হয়, তা হলে আফগানিস্তানের কাছে অন্যান্য বিকল্পও আছে।

আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী মুত্তাকি রবিবার আফগান দূতাবাসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। মুত্তাকি স্পষ্ট করে বলেন যে, পাকিস্তানে চলমান সংঘাত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এর জন্য আফগানিস্তানকে দোষারোপ করা অন্যায্য। তিনি চার ঘণ্টার সীমিত পালটা হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন যে আফগান সেনাবাহিনী তার লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং কোনও বেসামরিক নাগরিকের ক্ষতি হয়নি। কাতার এবং সৌদি আরবের অনুরোধে যুদ্ধ বন্ধ করা হয়েছে।

E-TENDER

E-Tender invited by Prodhan, **Bhaluka Gram Panchayat** under Krishnagar-I Panchayat Samity, P.O. Bhaluka, P.S. Kotwali, Dist. Nadia. **NIT No. 06/15th F.c. (Tied)/2025-26 and NIT No. 07/15th F.C. (Untied)/2025-26 Dated 09.10.2025, vide Memo No. 275/Bhaluka/2025** dated **09.10.2025**. Last date of Application on **26.10.2025** and Last date of submission on **26.10.2025 upto 4.00 PM** (Closing time may be changed as per server slot) of E-Tender. Date of Published on **13.10.2025**. For details please contact to the office or visit **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/655/25-26 Dated 10.10.2025	Repairing of Bituminous Road from Goffer's Pond to Karbala of Ward No.-27 under Rajpur -Sonarpur Municipality	Rs. 7,77,046.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality,Invites e-tender for execution of 19(Nineteen) nos. of Civil work from all Govt.contractors having credential of similar nature of work. **NIT No.-WBMAD/ULB/DHM/NIT-10/355(e)/ APAS/2025-26.** Bid Submission Start Date: **13.10.2025.** Bid Submission End Date: **21.10.2025.** Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/654/25-26 Dated 10.10.2025	Construction of concrete road at Chol para and J.N Bose Road bye lane, at Ward no-20, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,36,165.00
WBMAD/ULB/ RSM/657/25-26 Dated 10.10.2025	UC Bullah Pilling Work at Mallik Para,in ward No-33 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,52,645.00

Bid Submission end date: **23.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

পাঁচতারা কুলদীপ, ফলো-অনের পর দুরন্ত লড়াই ক্যারিবিয়ানদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়ামে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট ম্যাচ যেন ধীরে ধীরে রোমাঞ্চের নতুন অধ্যায় লিখছে। প্রথম দুই দিন পর্যন্ত ম্যাচ পুরোপুরি ভারতের দখলে থাকলেও, তৃতীয় দিনের শেষে চিত্রটা অনেকটাই বদলে দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল এবং শাই হোপের অটুট জুটি।

প্রথম ইনিংসে যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমান গিলের ঝলমলে শতরানে ভর করে ভারত গড়ে তোলে বিশাল ৫১৮ রানের পাহাড়। জয়সওয়াল করেন দুর্দান্ত ১৭৫ রান, গিল থাকেন অপরাজিত ১২৯ রানে। এমন ইনিংসের পর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতেই ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। লড়াইয়ে নামতে গিয়ে ব্যাট হাতে ভীষণ বিপাকে পড়ে যায় ক্যারিবিয়ানরা। শাই হোপ ছাড়া কেউই বিশেষ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। পরপর উইকেট হারিয়ে এক সময় তাদের স্কোর দাঁড়ায় ১৪০/৬। শেষদিকে অ্যান্ডারসন ফিলিপ (২৪), জেডন সিলস (১৩) এবং খ্যারি পিয়ের (২৩)-এর দৃঢ়তায় কোনওরকমে ফলো অনের আগে ২৪৮ রান পর্যন্ত পৌঁছায় দলটি। তবুও ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে ফলো অনে পড়তে হয় রস্টন চেজদের। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নেন কুলদীপ, জাদেজার শিকার তিন।

ফলো অনের পর দ্বিতীয় ইনিংসেই বদলে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরু থেকেই অন্য রূপে দেখা গেল দুই ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ও শাই হোপকে। ভারতীয় স্পিন ত্রয়ী রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে থাকেন তাঁরা। ক্যাম্পবেলের ব্যাটে ছিল দৃঢ়তা ও আক্রমণ দুই-ই। ১৪৫ বলে অপরাজিত ৮৭ রানের ইনিংসটি সাজানো ৯টি চার ও ২টি ছক্কায়। অপর প্রান্তে হোপও দেখিয়েছেন ধৈর্য ও ক্লাস। ৬৬ রানের অপরাজিত ইনিংসে তিনি মারেন ৮টি চার ও ২টি ছক্কা।

তৃতীয় দিনের শেষবেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ২ উইকেটে ১৭৩। ভারত এখনও এগিয়ে ৯৭ রানে, কিন্তু ম্যাচে এখন চাপ দুই দলের ওপরই। ক্যাম্পবেল-হোপের জুটিতে এসেছে ১৩৮ রান, যা টেস্টে যে কোনও দলের জন্য বড় শক্তি। চতুর্থ দিনের সকালে যদি ভারত দ্রুত উইকেট না তুলতে পারে, তা হলে ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারে সহজেই। দিল্লির ঘূর্ণি পিচে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ভারতের জন্য, তাই শুভমান গিলের দল চাইবে যত দ্রুত সম্ভব এই জুটি ভাঙতে।

চতুর্থ দিনের নজর এখন কুলদীপ যাদবের দিকে। প্রথম ইনিংসে তাঁর ঘূর্ণিতে যে ধস নেমেছিল, এবারও সেই জাদু ফের দেখানোর প্রত্যাশা থাকবে টিম ইন্ডিয়ার।

বিশ্বকাপ বাছাই: জয় পর্তুগাল, ইতালি, স্পেনের

লিসবন, রোম ও মাদ্রিদ, ১২ অক্টোবর: লিসবনে শনিবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে ১-০ গোলে রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতেছে পর্তুগাল। এর ফলে, টানা তিন জয়ে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার পথে এগিয়ে গেল ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডোর দেশ। অনেক সুযোগ হারানোর পর স্পট কিক থেকেও গোল করতে পারেননি রোনাল্ডো। অবশেষে যোগ করা সময়ে ডেডলক ভাঙলেন রুবেন নেভেস। তাল্লিনের লিল্লেকুলা স্টেডিয়ামে এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইতালি। আজ্জুরিদের পক্ষে মইসে কান, মাতেও রেতেগুই এবং ফ্রান্সেসকো পিও এসপোসিতো গোল তিনটি করেন। এস্তোনিয়ার হয়ে একমাত্র গোল করেন রাউনো স্যাপ্পিনেন। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে হ্যাটট্রিক জয়ের দেখা পেল স্পেনও। জর্জিয়াকে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বর্তমান ইউরো চ্যাম্পিয়নরা। এস্তাদিও মার্তিনেজ ভালেরোয় বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ইউরোপীয় অঞ্চলের গ্রুপ ই-র ম্যাচে জর্জিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে স্পেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নামিবিয়ার ঐতিহাসিক জয়

কেপটাউন, ১২ অক্টোবর: দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলকেও ধরাশায়ী হতে হল নামিবিয়ার মতো উঠতি দলের কাছে। একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের ৪ উইকেটে হারিয়েছে তারা। আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ১৩৪ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। নামিবিয়ার হয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন রুবেন ট্রাম্পেলম্যান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শেষ বলে জয় তুলে নেয় নামিবিয়া। নিজেদের টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো শেষ বলে ম্যাচ জিতল নামিবিয়া। এর আগে ২০২২ সালে বুলাওয়েতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষেও শেষ বলে ম্যাচ জিতেছিল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বারের মতো শেষ বলে টি-টোয়েন্টি হার। ২০১৯ সালে জোহানেসবার্গে অস্ট্রেলিয়ার কাছে শেষ বলে হেরেছিল প্রোটিয়ারা। আয়ারল্যান্ড, জিম্বাবুয়ে ও শ্রীলঙ্কার পর চতুর্থ পূর্ণ সদস্যের দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টি-টোয়েন্টিতে হারাল নামিবিয়া।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1735, Dt. 08/10/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, Tender **ID: 2025_MAD_921065_1-2,** Last Date of Bid Submission **25/10/2025 at 12.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-22/2025-26, Sl. 1-4, Date-08.10.2025, NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/ NIET-23/2025-26, Sl. 1-4 & NIT No. WB/ HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-24/ 2025-26, Sl. 1-6, Date-09.10.2025, Bid Submission Start Date : **09.10.2025 (NIT-22), 10.10.2025 (NIT-23, 24) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **27.10.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **29.10.2025 at 11:00 AM.** For **NIT 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21** Bid Submission End Date Extended **27.10.2025 up to 11:00 AM** and Technical Bid Opening Date Extended **29.10.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MEDINIPUR
NOTICE INVITING TENDER
Memo No. MSVP/TGMCH/3083/2025 Dt. 10.10.2025

Tender is invited by the MSVP from the reputed Agencies for disposal of condemned articles from the premises of the TGMCH, Tamluk, Purba Medinipur, details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtenders.gov.in, last date of bidding is 03.11.2025.

Sd/- MSVP

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/653/25-26 Dated 10.10.2025	Repairing & Restoration of Damage road at B.C Roy Road to Dwarir Road in Ward No-25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 11,75,987.00
WBMAD/ULB/ RSM/656/25-26 Dated 10.10.2025	Interlocking designer concrete paver block from Baikuntha Pur More to Mtri Mandir House & Upgradation of Bituminous Road beside Hatuipara Pond and Kadamtala more & Brick Wall from Hatuipara pond to Nabin Sangha Club & Kadamtala more at Vivekananda Road in Ward No. 14 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 26,78,864.00
WBMAD/ULB/ RSM/658/25-26 Dated 10.10.2025	Construction of Concrete Road With Covered Drain and UC Bullah Pilling At Bangalpara, In Ward No-33 Under Rajpur Sonarpur Municipality. i)From H/O Wohav to H/O Sahid Molla, ii)From H/O Matom to Abdul Mannan Molla,via Sahid Molla, iii)H/O Raju to H/O Chottu, iv)H/O Amin to H/O Ainal Mondal.	Rs. 14,79,815.00

Bid Submission end date: **28.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

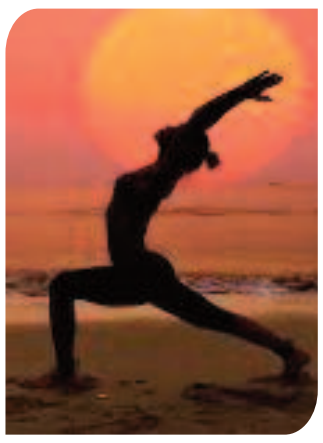

আরোগ্য

সূর্য নমস্কার

যোগ ব্যায়ামের অনবদ্য সৃষ্টি

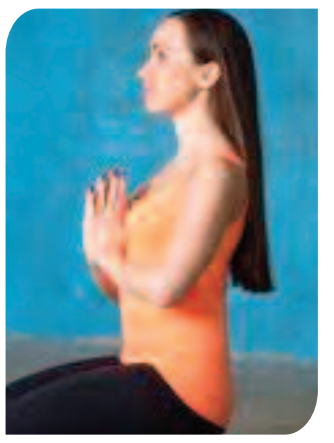

অধ্যাপক ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

বর্তমানে সুস্থ জীবনযাপন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ভারত মুনি ঋষিদের দেশ। আমাদের দুটি মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতে বিভিন্ন মুনি ঋষিদের জীবন যাত্রার এবং তাদের বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের নজির পাওয়া যায়। সাধারণতঃ পুরান, বেদ বা মহাকাব্যে সেই যুগে মুনি ঋষিদের জীবন যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের জীবন যাত্রা ছিলো অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ন। তারা প্রতিদিন ভোরে সূর্য ওঠার আগে কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ এবং কর্মচঞ্চল রাখতো। তারা যে দুটি বিশেষ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ এবং কর্মচঞ্চল রাখতো তার অন্যতম হলো সূর্য নমস্কার এবং ষট্ ক্রিয়া । প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিদের তৈরী বিভিন্ন যোগ ব্যায়াম দেশ বিদেশে সমাদৃত হলেও, এ ব্যাপারে আমরা অনেক পিছিঁয়ে। কারণ হলো আমাদের সময় নেই। আমাদের সারাদিনে আড্ডার সময় থাকে, মোবাইলে চ্যাট করার সময় থাকে, গেম খেলার সময় থাকে, টিভি সিরিয়াল দেখার সময় থাকে, কিন্তু শুধু সময় থাকেনা আমাদের দেহের অভ্যন্তরে ঈশ্বর প্রদত্ত কোটি কোটি টাকা মূল্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত্ন নেওয়ার সময়। আমরা বাহ্যিক অবয়বকে সুন্দর করার জন্য বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করি, পার্লারে যাই, তাতে কি শরীরের আভ্যন্তরিন হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, কিডনি, লিভার ইত্যাদি আন্তর যন্ত্রের কোনো উপকার হয় ? তার উপর বর্তমানে যে হারে ফাস্ট ফুড কিংবা জাঙ্ক ফুডে বাঙালি মজেছে তাতে বিভিন্ন রকম ভুল খাদ্যাভাস এবং কম পরিশ্রম জনিত রোগের শিকার হচ্ছে সকলে। তার থেকে বেড়িয়ে আসতে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং নিয়মিত শরীরচর্চা।

প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম যোগ ব্যায়াম এবং ষটক্রিয়ার কথা। এখানে আলোচনা করবো 'সূর্য নমস্কার' নিয়ে। যোগ ব্যায়ামের ১২টি ভঙ্গিমা রয়েছে সূর্য নমস্কারে। সূর্য দেবতাকে ১২ টি যোগ ব্যায়ামের ভঙ্গিমা এবং মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রণাম করা হয়। সূর্য নমস্কারের ভঙ্গিমা গুলির মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুন্দর ব্যায়াম হয়। ফলে শরীরের শারীরিক সক্ষমতার বিভিন্ন উপাদান যেমন নমনীয়তা, সহনশীলতা, পেশী-স্নায়ুর সমন্বয়, হৃদ-শ্বসনতান্ত্রিক সক্ষমতা , শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। সূর্য নমস্কার ব্যায়ামের সাথে শ্বাস গ্রহণ এবং বর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোন ভঙ্গিমায় শ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ভঙ্গিমায় শ্বাস ছাড়তে হবে, এটা অভ্যাস করা একান্ত জরুরি। প্রথমে শুরু করতে হয় নমস্কারাসন ভঙ্গিমায়(শ্বাস বর্জন)। দ্বিতীয় হস্তউথ্থাসন (শ্বাস গ্রহণ)। তৃতীয় পদহস্তাসন (শ্বাস বর্জন)। চতুর্থ এক পদ প্রসারণ বা অশ্ব সঞ্চালাসনাসন (শ্বাস গ্রহণ)। পঞ্চম দন্ডাসন (শ্বাস বর্জন) । ষষ্ঠ অষ্টবক্রাসন (শ্বাস ধরে রাখা অর্থাৎ কুম্ভক)। সপ্তম ভুজঙ্গাসন (শ্বাস গ্রহণ)। অষ্টম পর্বতাসন (শ্বাস বর্জন) । নবম এক পদ প্রসারণ বা অশ্ব সঞ্চালনাসন (শ্বাস গ্রহণ)। দশম পদহস্তাসন (শ্বাস বর্জন)। একাদশতম হস্তউথ্থাসন (শ্বাস গ্রহণ) । দ্বাদশতম নমস্কারাসন (শ্বাস বর্জন)।

এইভাবে প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠার আগে নতুনদের তিনবার করে, তারপর তা বাড়াতে হবে।

সকালে আমাদের পেশী সমূহে আড়ষ্টভাব থাকে। তাই সূর্য নমস্কার শুরুর আগে কতগুলো সুক্ষ্ম (মাইক্রো) এবং কতগুলো স্থূল (ম্যাক্রো) ব্যায়াম করে পেশীর আড়ষ্টতা ভেঙ্গে তারপর সূর্য নমস্কার করতে হবে ।

যাদের সময় কম, তারা নিয়মিত এই সূর্য নমস্কারের বিভিন্ন ভঙ্গিমা গুলি সকাল বেলা অভ্যাস করতে পারেন।

লেখক: কেন্দ্রীয় আয়ুশ মন্ত্রকের অধীনে যোগ প্রশিক্ষক

সূর্য নমস্কারের উপকারিতা

১) সব বয়সের ছেলেমেয়েরা এই সূর্য নমস্কার করতে পারে।

২) দেহের সার্বিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

৩) সূর্য নমস্কারের মাধ্যমে ৯৫ থেকে ৯৭ শতাংশ পেশীকে সক্রিয় করা যায়।

৪) নিয়মিত সূর্য নমস্কার অনুশীলনের মাধ্যমে ত্রিদোষ অর্থাৎ বাত, কফ, পিত্ত দূর করা যায়।

৫) শ্বাস গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

৬) সূর্য নমস্কারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি ব্যয় হয়। ফলে দেহের চর্বি ঝড়ে এবং ওজন কমে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ওজন কমাতে পারে সূর্য নমস্কার।

৭) সূর্য নমস্কার তিনি থেকে পাঁচ রাউন্ড শেষ করে সাথে সাথে খাদ্য বা ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করা উচিত নয়। দেহের পেশীগুলি স্থিতিশীল হওয়ার পর খাদ্য বা ঠান্ডা পানীয় গ্রহণ করা উচিত।

৮) মেরুদন্ডের কশেরুকা ঘটিত কোনো সমস্যা, হৃদপিণ্ড ঘটিত কোনো সমস্যা কিংবা মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় সূর্য নমস্কার করতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাধ্যতামূলক।

৯) অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে যেকোনো যোগ ব্যয়াম কিংবা প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত।

১০) পরিমানমত জল এবং পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে সূর্য নমস্কার বা যেকোনো ধরনের যোগ ব্যয়ামের ফল পাওয়া যাবে না।

পুরুষের নীরব যন্ত্রণা, আবেগ প্রকাশের ভাষাহীনতা তাদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে

শুভজিৎ বসাক

সমাজে বা বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে মেয়েদের আবেগপ্রবণ কান্নার প্রতি সহানুভূতি জুগিয়ে কাব্য, সাহিত্য, প্রবন্ধ রচনা করে পুরস্কারপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম না হলেও রাগী পুরুষদের মানসিক অস্থিরতা বোঝার মানসিকতার প্রাবল্য বড্ড করুণ যা সারা বিশ্বে তাদের প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছে। রাগ পুরুষত্ব মনের অস্থিরতার প্রকাশ যেটা একমাত্র খোদ সেই পুরুষ ছাড়া কেউ বোঝে না যেটি তাকে চরম পরিণতির দিকে আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্মস্থলে নানাবিধ সুযোগ নেওয়ার খাতিরে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে পাশে থাকা মহিলা- সকলেই পুরুষদের এই ধীরগামী মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর বিশ্ব জুড়ে যতজন ব্যক্তি আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তার তিন-চতুর্থাংশ (৭৫ শতাংশ)-ই পুরুষ। যার মধ্যে ৬৮ শতাংশ পুরুষ আবার বিবাহিত! একইসাথে সম্প্রতি প্রকাশিত একাধিক পরিসংখ্যান এই ভয়াবহ চিত্রকে আরও স্পষ্ট করেছে; সারা বিশ্বে আত্মহত্যাকারী পুরুষের সংখ্যা প্রতি বছর ৭৪ শতাংশ, যা মহিলাদের থেকে দ্বিগুণেরও বেশি! এই পরিসংখ্যান কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং সমাজ জুড়ে চলতে থাকা এক নীরব ও প্রাণঘাতী সংকটের প্রতিফলন। এই করুণ চিত্রের নেপথ্যে সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা পুরুষদের আবেগের ভাষাহীনতা এবং কঠোর সামাজিক প্রত্যাশাকে মূল কারণ হিসাবে দায়ী করেন।

পুরুষদের প্রবলহারে আত্মহত্যার মূল কারণ লুকিয়ে আছে মূলতঃ তাদের আবেগ প্রকাশের ভাষাহীনতায়। ছোটবেলা থেকেই পুরুষদের শেখানো হয় যে, আবেগ প্রকাশ করা দুর্বলতার লক্ষণ। 'ছেলেদের কাঁদতে নেই' বা 'পুরুষরা সর্বদা কঠিন হয়';এই ধরনের উক্তিগুলি 'হেজেমোনিক ম্যাসকুলিনিটি' বা পুরুষালি আধিপত্যের আদর্শ একপ্রকার জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এই সামাজিক চাপ একজন পুরুষের মনের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রাচীর তৈরি করে, যারফলে তারা মানসিক চাপ, হতাশা, ব্যর্থতা বা জীবনযাপনের কঠিন পরিস্থিতিগুলির সম্মুখীন হলেও তা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। মনের ভেতরের ক্ষোভ, দুঃখ বা অসহায়তা চেপে রাখার এই প্রবণতা একসময় তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং তাদেরকে ক্রমেই বিচ্ছিন্নতাবোধের দিকে ঠেলে দেয়।

পুরুষ ও মহিলাদের আত্মহত্যার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে চেষ্টা ও সফলতার ক্ষেত্রে এক নির্মম লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য চোখে পড়ে যেখানে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একাধিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা বিশ্বে মেয়েরা আত্মহননের চেষ্টা বেশি করে এটা সত্যি, তাতে বেঁচে যাওয়ার প্রবণতা থাকে ৯৫ শতাংশ কিন্তু পুরুষেরা এতটাই প্রাণঘাতী ভাবে তা চেষ্টা করে যাতে আর বাঁচার উপায় না থাকে। সারা বিশ্বে আত্মহত্যাকারী পুরুষের সংখ্যা প্রতিবছর ৭৪ শতাংশ যা মহিলাদের থেকে দ্বিগুণেরও বেশি! অতএব, পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যা পদ্ধতির এই চরম প্রাণঘাতীতা প্রমাণ করে যে তাদের সংকট সমাধানের শেষ চেষ্টা নয়, বরং জীবনের সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে আসে। এই প্রবণতা তাদের নীরব যন্ত্রণার গভীরতা এবং পেশাদার সাহায্যপ্রার্থী হতে তীব্র অনীহারই প্রতিফলন। জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরো (ঞ্জঞ্চট্রঙ্ক) সহ বিভিন্ন দেশের তথ্য অনুযায়ী, কর্মজীবনের চাপ, আর্থিক সমস্যা ও পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলাফল স্বরূপ আবেগ প্রকাশের অভাবে রাগকে তারা সবকিছুর জন্যই আঁকড়ে ধরছে যেখানে আত্মহত্যা এই মানসিক বিপর্যয় বা অস্বস্তির শেষ ধাপের ট্রিগার হিসাবে কাজ করে।

একাধিক গবেষণায় স্পষ্ট যে, পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের সাথে অনেক কম যোগাযোগ করে। মহিলারা যেখানে নিজেদের সমস্যাগুলি বন্ধু বা পরিবারের সাথে ভাগ করে নিতে স্বচ্ছন্দ হয়, পুরুষরা সেখানে চরম মানসিক চাপেও নীরব থাকে এবং পেশাদার সাহায্য চাইতে দ্বিধা বোধ করে। পুরুষত্বের ধারণা তাদেরকে নিজেদের সমস্যা গোপন রাখতে বাধ্য করে, যারফলে ছোট সমস্যাও একসময় পাহাড়-প্রমাণ হয়ে ওঠে।

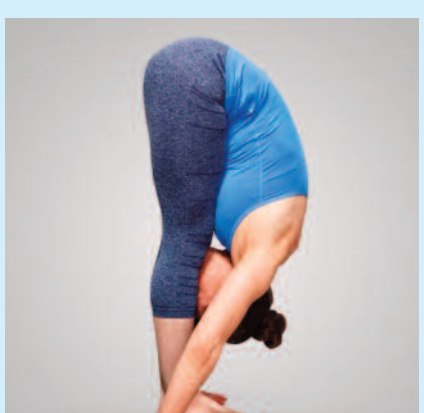

অথচ তাদের জানানো হয় না যে আবেগ লিঙ্গভিত্তিক নয়; এটি মানুষের জীবনের এক মৌলিক ও অপরিহার্য অংশ। এই নীরব মহামারি মোকাবিলা করতে হলে সমাজে এই জোরালো বার্তা দেওয়া প্রয়োজন;'ছেলে মানেই শক্তিমান' ভাবাটা বন্ধ হোক। তাদেরকে মানুষ ভাবুক সমাজ, জানোয়ার নয়। প্রয়োজন একটি মৌলিক সামাজিক ও কাঠামোগত পরিবর্তন, সেইমতো প্রাথমিক স্তর থেকেই পুরুষদের আবেগ প্রকাশ করার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক যাতে তারা বুঝতে পারে যে আবেগ প্রকাশ করা সাহসিকতার লক্ষণ, দুর্বলতার নয়।

পুরুষদের নীরব যন্ত্রণা দূর করতে সমাজে এমন পরিবেশ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরী, যেখানে তাঁরা অশ্রু ও দুর্বলতাকে মানবজীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তবেই হয়তো পুরুষদের নীরবে এভাবে চলে যাওয়া একদিন বন্ধ হতে পারে, নচেৎ অকালে তাদের যাওয়া সমাজে চালু থাকবে।।

NARSINGHA

একদিন শক্তি সম্মান ২০২৫

PRESENTED BY

TAPSIL JATI ADIBASI PRAKTAN SAINIK KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA

Implementing the Vision of Viksit Bharat

APPROVED ORGANISATION BY GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Co-Sponsored by

B.B.I.T Public School

JIMS Hospital

Registration Form

(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address: ....

2. Name of the President : ....Mobile: ....

3. Name of the Secretary: ....Mobile" ....

4. Name of the other Contact Persons : ....Mobile:..................

5. Puja Theme or Traditional (Tick One)

6. Puja Budget : ....

7. Any social activities done between last One year: ....

Terms & Conditions : (i) Only Kolkata Baroari Puja will come under this jurisdiction of the competition. (ii) All Judgments will be selected by online system. (iii) 50 puja will be selected. Then we will add one puja committee member for our whatsApp group (iii) Puja committee member will send 2 minutes video on puja theme & etc. (iv) No entry fees in this competition. (v) We will send a Digital Banner. Puja Committee will print & display (6ftx4ft flex) prominent position in puja pandal & should promote all social media. (vi) After display the banner puja committee will send a picture & social media link in our whatsApp group. (vii) Last date of submission of application is 15/10/2025. (viii) The event officials' decision must be granted.

We agree to abide by the terms & conditions.

Date & Place :

Signature on behalf of Puja Committee with Seal

Form Submission by WhatsApp no: 9088617101

Any Quaries Please Call : 8420444073

Digital Partner বাংলা বলছে | Event Organiser wide angle | Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand | Telecast Partner ONKAR Only Truth | PR PARTNER